"স্ত্রীলোকদের উদ্দাম স্বাধীনতা দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইতেছ? ভয় পাইবে কেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল। একদা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের ফলে গৃহকোণ হইতে দলে দলে নারীরা সমরাঙ্গনে ধাবিত হইতে পারে, কারখানায় প্রবেশ করিতে পারে, রেল, মোটর, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ী, গোযান চালাইতে উদ্যত হইতে পারে। সেদিন ত' তাহা হইলে তোমার বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে ভয়ে এবং আতঙ্কে। আতঙ্ক পরিহার কর। সহজ স্বাভাবিক মানুষ হও। নারীর স্তন আছে আর তোমার দাড়ী আছে, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরের ভয়ের বস্তু হইও না। এই কারণকে অবলম্বন করিয়াই একে অপরকে ভয় করিও না। নারী তোমার কি করিবে? নারী তোমার মাতা, জগতে কি একটী নারীকেও বিমল ভক্তি দান কর নাই? একটী নারীকে দেখিয়াও কি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জ্ঞান হয় নাই? সেই মহীয়সী নারীকে সকল নারীতে দেখ।"

আত্ম-অবিশ্বাস

শ্রীহট্ট, দরিয়াপাড়া-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার কর্ম্মশক্তি নাই,—একি সর্ব্বনাশা আত্ম-অবিশ্বাস! কাজে লাগিয়া দেখ, শক্তির স্ফুরণ হইবে। কাজে হাতটী না ছোয়াইয়া দূর হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিবে যে, তুমি ইহা

পার না! কিন্তু পারিবে না, ইহার আমি প্রতিবাদ করিতেছি। এই দুর্ব্বলতা দূর কর, এই অবসাদ নাশ কর। তোমার যদি শক্তি-সামর্থ্য কিছু নাও থাকে, তবু দিন-দুনিয়ার যিনি মালিক, তিনি কখনই শক্তিহীন নন। তাঁর শরণাপন্ন হও এবং তাঁর চরণে শক্তি ভিক্ষা কর। যে ব্যাকুল প্রাণে যাহা চাহে, তিনি তাহাকে তাহা দেন।"

স্ত্রীতে ভোগদৃষ্টি ও সংসারের অশান্তি

শ্রীহট্ট, জিন্দাবাজার-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনে নিত্যসুখের জন্য লালায়িত হইলে সংসারের সকল কুটিল ব্যাপারে অনাসক্ত হইয়া চলিও। নতুবা শান্তির আশা কোথায়? পত্নীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া জ্ঞান করিও, ভোগ-সঙ্গিনী নহে। ধর্ম্মের উদ্দীপনার মধ্য দিয়া তাহাকে আপন-রূপে পাইতে চেষ্টা করিও। পরিবারস্থ অপরাপরের প্রতি অপক্ষপাত ক্ষমার ভাব পোষণ করিও। মেয়েলী ব্যাপার হইতে নিজেকে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখিও। স্ত্রীলোকদের কলহের মধ্যে কোনও পুরুষেরই পক্ষে নিজেকে পক্ষভুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তুমি নিশ্চিতই বোঝ। কিন্তু বুঝিয়াও যে পুনরায় পত্নীর পক্ষ লইয়া ভ্রাতৃবধূদের প্রতি নির্য্যাতন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিতে আওয়ান্ হইতে লজ্জা বোধ কর না, তাহার কারণ এই যে, নিজপত্নীতে ধর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভোগবুদ্ধি তোমার প্রবল। পত্নীকে একান্তই ভোগ-সামগ্রী জ্ঞান কর বলিয়াই তাহার প্রতি কেহ সঙ্গতভাবে রূঢ় ব্যবহার করিলেও তুমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিবৃত্ত হও না। যাকে দিয়া নিজের ভোগসুখের পরিতৃপ্তি, তার কোনও প্রকার ক্লেশ বা অবমাননা কেহ সহ্য করিতে পারে না। এমন কি, এই ক্লেশ ও এই অবমাননা তাহার স্বোপার্জ্জিত কিনা, এই ক্লেশ ও এই অবমাননা পাইবার যোগ্য কাজ সে করিয়াছে বলিয়াই ইহারা আসিল কিনা, সেই বিচারেরও প্রতীক্ষা সহে না। ভোগবুদ্ধি বিচার-দৃষ্টিকে এমনই অন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু পত্নীর প্রতি যদি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কেহ তাহার লাঞ্ছনা করিলে সেই লাঞ্ছনা তোমার পত্নীর ধর্ম্মবুদ্ধিকে সাহায্য করিতেছে কিনা, তাহার আগে হিসাব লইতে। সংসারে যদি শান্তি পাইতে চাহ, তবে ভাইকে ফাঁকি দিয়া পৃথগন্ন হইলেই শান্তি আসিবে, এরূপ ভ্রম মন হইতে দূর কর। স্ত্রীর ভিতর হইতে স্বার্থপরতা দূর কর, নিজের ভিতর হইতে স্ত্রীর প্রতি ভোগ-দৃষ্টি দূর কর, এবং স্ত্রীকে সর্ব্বব্যাপারে সহিষ্ণু ও ত্যাগশীলা হইতে উপদেশ দিয়া নিজে স্ত্রীলোকের কলহকচায়ন হইতে একেবারে দূরে রহ। স্ত্রীলোকের কলহ স্ত্রীলোকেরাই মিটাইবে, পুরুষ তাহাতে ঢুকিবে কেন? এই মনোভাব লইয়া সংসারে শান্তিতে বিচরণ কর।

একই শুক্রে একই রজে জন্ম লইয়া ভাই ভাইকে পর বলিয়া বিবেচনা করিবে, আর স্ত্রীই হইবে জগতে নিকটতম আপন,— এই ভ্রমকে মন হইতে নির্ব্বাসন দাও। একই মায়ের গর্ভে বাস করিয়া, একই মায়ের স্তন পান করিয়া ভাই ভাইকে আপন বলিয়া ভাবিতে শিখিবে না, আর পরের ঘরের মেয়েকে আনিয়া দুদিনেই নিজের ভাইকে নিজের বোন্‌কে ভুলিয়া যাইবে—এই সর্ব্বনাশা শিক্ষা ভারতের মাটির নহে। স্ত্রীকে বনবাস দিতে কেহ বলিতেছে না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যে তোমার ভ্রাতা এবং ভগিনীদেরই একটী নবাগতা ভগিনীমাত্র, বিদ্বেষেরও পাত্র নহে, ঈর্ষ্যারও বস্তু নহে, এই সত্যকেই সংসার-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমার ঐকান্তিক শ্রম প্রয়োজন। তুমি যদি স্ত্রীর প্রতি ভোগ-বুদ্ধি, ভোগ-দৃষ্টি, ভোগাতুরতা পরিহার কর, দেখিবে সংসারকে অমরাবতীতে পরিণত করিতে আরও কোনও কঠিন আয়াসের প্রয়োজন হয় না।"

অর্থার্জ্জন ও ভক্তি-সাধনা

মেদিনীপুর, রঘুনাথবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভক্তিই জগতে শান্তির উৎস। টাকা-পয়সা কাহাকে শান্তি দেয়? টাকা-পয়সা ছাড়া প্রাণ-ধারণ চলে না এবং নিজের উপার্জ্জনে নিজের প্রাণ ধারণ না করিলে সমাজের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপর ব্যক্তিদের গলগ্রহ হইতে হয়। এই কারণে তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিক অর্থ না হউক, নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য অর্থ অবশ্যই অর্জ্জন করিতে হইবে। এমন কি একই পরিবারভুক্ত-ব্যক্তিরাও যাহাতে নিজ নিজ অন্নের জন্য পরস্পরের উদ্বেগ কেবলই বর্দ্ধিত না করে, তাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই অল্পাধিক অর্থার্জ্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শ্রম ও সহযোগ থাকা উচিত। কিন্তু অর্থের লালসা বা অত্যধিক অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু ভগবানের চরণে ভক্তির প্রবর্দ্ধক অনুশীলনে রত হওয়া প্রয়োজন। নামকীর্ত্তন, স্বাধ্যায়, সৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ, সৎকথা কথন, সাধু-ভক্ত-তপস্বীদের জীবনালোচনা, ভক্তগণের তপঃস্থান দর্শন প্রভৃতি ভক্তিবর্দ্ধক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার জন্য অবসর সৃষ্টি করিতেই হইবে। দুই বেলার আহার জুটাইতে যদি সমস্ত দিন চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তিপ্রবর্দ্ধক অনুশীলন করিবে কখন? এইরূপ স্থলে প্রকৃত ভক্তেরা একবেলার আহার সংক্ষেপ করিয়া অত্যধিক শ্রমের প্রয়োজন কমাইয়া লইবেন। মাত্র একবেলা আহার করিলে যাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তাহার পক্ষে অপর বেলার আহার বর্জ্জন দোষণীয় নহে। মাধুকরী করিয়া ভিক্ষাটনের প্রথা প্রবর্ত্তিত কেন হইয়াছিল? বিনা উদ্বেগে স্বল্প সময়ে যে পরিমাণ আহার্য্য সামগ্রী মিলিল, তাহাই লইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ দিবসের অধিকাংশ সময়টী একমাত্র

ভগবদ্-ভক্তির অনুশীলনে কর্ত্তনই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে সকলেই দারিদ্র্যের চরম সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে,—কে কাহাকে তৃপ্ত চিত্তে ভিক্ষা প্রদান করিবে? আর, যে দুই চারিজনের হস্তে গিয়া দেশের অধিকাংশ দরিদ্রের সর্ব্বস্ব পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহাদের প্রাণে ভিক্ষা-দানের প্রসন্ন রুচি কোথায়? তাই, কর্ম্ম কৌশলের সাহায্য লইয়া,—চালাকীর নহে,—অল্প সময়ে অধিক অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করতঃ তোমরা নিজ নিজ জীবন-যাপনোপযোগী অর্থ-সংগ্রহানন্তর বাকী সময় ভক্তি-প্রসঙ্গে ও ভক্ত-প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর। ভক্তিই অবিনশ্বর ধন, ভক্তিই শাশ্বত সম্পদ, ভক্তিই অনাদ্যনন্ত ঐশ্বর্য্য। প্রত্যেকে এই ধনে ধনী, এই সম্পদে সম্পন্ন, এই ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর হও।"

অযাচক আশ্রমে বাসের ক্লেশ

পুপুন্কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—"আশু অসুবিধা দেখিয়া তোমরা কেহ আশ্রম ত্যাগ করিও না। অন্ততঃ করা উচিত নহে। আমি ত' জোর করিয়া কাহাকেও ধরিয়া রাখি না, ডাকিয়া আনিয়াও কাহাকেও কাজে লাগাই না। তবে, স্বেচ্ছায় যখন আসিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছ, তখন বলিতে হইতেছে যে, কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানই ত' বাবা অল্প চেষ্টায় বা অল্পশ্রমে হয় না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা দু-চার দিন পরিশ্রম করিয়াই যদি পিছাইয়া যাও। তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে কি করিয়া? আমি ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া অর্থ আনিয়া তোমাদের হাতে দিব, আর তোমরা সেই অর্থ দ্বারা নিশ্চিন্ত অন্নের সংস্থান করিয়া ধ্যান-জপ-তপস্যা করিবে,—ভাবিয়া দেখ ইহা সম্ভব কি না এবং সঙ্গত কি না। তোমরা দলের পর দল আসিতেছ, আর যাইতেছ, কেহ কেহ প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠোর শ্রমও করিতেছ,—কিন্তু আমি কি বসিয়া রহিয়াছি? তোমাদের মধ্যে কে আছ বলিতে পার যে, তাহার সঙ্গে আগাগোড়া সমানে সমানে আমি মাটি কাটি নাই, পাথর খুঁড়ি নাই? বরং তোমরা কেহ কেহ বিশ্রামের জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছ, আমি তখনও কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করি নাই। একজন দু-দিনের জন্য আসিয়াছ, অপর জন দু-দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছ। কিন্তু যে ছিল তারও সঙ্গে আমি সমানে পাথর কাটিয়াছি, যে আছে তারও সঙ্গে আমি সমানে মাটির ঝুড়ি মাথায় বহিয়াছি। অথচ তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে বলিতে পারিবে যে, আমার সমকক্ষ শ্রম করিতে পারিয়াছ? কে আমার আগে ক্লান্ত হও নাই? কে আমার আগে শয্যা ত্যাগ করিয়াছ? কে আমার পরে নিদ্রিত হইয়াছ? কে আমার চেয়ে কম খাইয়াছ? তোমাদের কাহারও ক্লেশ না হয়, এজন্য আমি কতদিন নিজ অর্দ্ধোপবাসী উদরকে হাতে

চাপিয়া শান্ত করিয়াছি, নিজের মুখের গ্রাসের অর্দ্ধেক পুনরায় তোমাদেরই পাতে ফেলিয়া দিয়াছি। *** এ আশ্রমে ধনীর দয়াদত্ত অন্ন নাই, মালপোয়া ভোগে চড়ে না, জমি হইতে ধান্যের পসরা গাড়ী বোঝাই হইয়া আসে না—কেন না, আজ পর্য্যন্ত ধান্য জমি প্রস্তুতই হইয়া উঠিল না,—এই সকল কারণে তোমাদের যে অন্নকষ্ট হইতেছে, তাহা ত' বাবা আমার কোনও দোষে নহে! আমি অযাচক, জানিয়াই ত' তোমরা এখানে আসিয়াছিলে! চা-বাগানের আড়কাঠীর মত তোমাদিগকে ভোগা দিয়া বা ধোকা দিয়া ত' আমি এখানে আনি নাই! এখানে আসিলে কষ্ট হইবে, একথা কি আমি কখনও গোপন করিয়াছি? তোমরা তবু আসিয়াছ। সুতরাং আশ্রমের ক্লেশাদি দর্শনে হতাশ না হইয়া ক্লেশকে সহিয়া নিবার জন্যই বুকের পাটা শক্ত কর। অপুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছ, দেখ নিজেদের শ্রম-কৌশলে পুষ্টিকর খাদ্য আশ্রমেই উৎপাদন করিয়া লইতে পার কিনা। আমি ত' তোমাদের সঙ্গে বসিয়া একই খাদ্য খাই। একটী ব্যক্তিও ত' নিজ মস্তিষ্ককে খাটাইতেছ না। সকল বিষয়ে সকল সময়ে একাকী আমি মস্তিষ্ককে কত খাটাইব? তোমরাও নিজ নিজ বুদ্ধি এবং প্রতিভার প্রয়োগ করিতে যত্নবান্ হও। কেহ নিজ বুদ্ধি বা প্রতিভার প্রয়োগ করিতে চাহিলে আমি ত' তাহাকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাই দিয়া থাকি। আমি ত' কোনও প্রকারেই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কাহারও প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের মত বা নিজের জেদ্ চালাইতে চেষ্টা করি না। আমার এই বিষয়ের উদারতা কি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার নাই? সকলের স্বাধীনতাকে আমি কিভাবে সম্মাননার ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, তাহা কি এতদিনেও তোমরা বুঝিতে পার নাই। অযাচকত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে কৃচ্ছ্র অবশ্যম্ভাবী। দেশে হিন্দু রাজত্ব নাই, ভবিষ্যতে আর ভারতে কখনও হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিতও হইবে না। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি কুলপতি ঋষিরা সহস্র সহস্র শিষ্যকে পালন করিবার জন্য রাজ-ভাণ্ডার হইতে যে সাহায্য অযাচিত ভাবে পাইতেন, তাহা তোমরা পাইবে বলিয়া আকাশ-কুসুম চয়ন করা বৃথা। অবশ্য, অযাচকের কাছে দান আসিবে কিন্তু তাহা আজই নহে, সুদূর ভবিষ্যতে। যেদিন অযাচক সন্ন্যাসী কর্ম্ম-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে জ্ঞান-ভক্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া অকৈতব যোগনিষ্ঠায় আরূঢ় করিতে যত্নবান্ হইবেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সেই দিন নিষ্প্রয়োজনে আসিবে। তোমরা কি জনগণের শ্রদ্ধা-দত্ত দানের প্রত্যাশায় সেই সুদূর দিবস পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে? যদি প্রতীক্ষা না কর, তাহা হইলে নিজেরাই নিজেদের শ্রমশক্তিকে প্রয়োগ করিয়া, অন্নসৃষ্টির কৌশল বাহির কর এবং নিজেদের শ্রমার্জ্জিত অন্ন সেবনেই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ অবসর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সময় ভগবদ্ধ্যানে কর্ত্তন কর। আজও তোমাদিগকে একটী গাভীর পরিচর্য্যা করিতে হয় না, কেন না গাভী আমি কিনিয়া দিতে পারি নাই। আজও তোমাদের প্রত্যেকের অন্ন ক্রয়ের অর্থ শতকরা একশতটী টাকাই আমি নিজের শক্তিক্ষয়ের বিনিময়ে ধর্ম্মোপেত শ্রমের মধ্য দিয়া তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। একথা স্মরণ করিয়া অন্তরের অসহিষ্ণুতা দূর কর এবং যতকাল আশ্রমে বাস অন্তরের পক্ষে প্রীতিকর হয়, ততকাল ঋষি-বালকোচিত তিতিক্ষা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, বিনয় ও আনুগত্যের সহিত আশ্রমে বাস কর। তোমরা কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগের জন্য অস্থির হইয়াছ এখানকার সুকঠোর শ্রম দেখিয়া, অন্নাভাব দেখিয়া, অথচ আমি ভাবিতেছি যে, একদা এই আশ্রম আমি নিজে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব ইহার অন্নাভাব বিদূরণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখিয়া। আজ তোমরা ইহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ অন্ন এখানে নাই বলিয়া, আর আমি সেদিন ইহাকে পরিত্যাগ করিব অন্ন এখানে আছে বলিয়া। একথা চিন্তা কর এবং ধৈর্য্য মান। সাহস ছাড়া সৎকাজ হয় না। দার্ঢ্য ব্যতীত মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা যায় না।"

নাম-কীর্ত্তনের ব্রত

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"নাম-কীর্ত্তনের ব্রতকে মহদ্‌ব্রত বলিয়া জানিবে। যে নাম কীর্ত্তন করে সেও ধন্য, যে নাম-কীর্ত্তন শোনে সেও ধন্য। এমনকি ভাগ্যদোষে যে নিজে নাম-কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ পায় না, কিন্তু চেষ্টা যত্ন করিয়া অপরকে দিয়া নাম-কীর্ত্তন করায় এবং শুনায়, সেও ধন্য।

উদয়াস্ত কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন

"অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন অপেক্ষা উদয়াস্ত কীর্ত্তনকে আমি এই জন্য অধিক পছন্দ করি যে, উদয়াস্তে শরীরের উপরে উৎপীড়ন হয় না, অথচ একবার বারো ঘণ্টা অবিরাম কীর্ত্তনের ফলে বাকী বারো ঘণ্টা বিনা কীর্ত্তনেই মনের কাণে, হরি-ওঁ হরি-ওঁ ধ্বনি অবিশ্রাম অনুরণিত হইতে থাকে। যাহারা সপ্তাহব্যাপী, পক্ষব্যাপী, মাসব্যাপী বা বর্ষব্যাপী নাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে চাহ, তাহারা অষ্টপ্রহর তাহা না করিয়া প্রত্যহ উদয়াস্ত তাহা করিলে এই অনুষ্ঠানে শারীরিক বেগ অল্প হইবে অথচ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কীর্ত্তনানুষ্ঠান, তাহাও সফল হইবে। এই কারণেই অষ্টপ্রহর অপেক্ষা উদয়াস্তের প্রতি আমার অন্তরের ঝোঁক একটু বেশী। প্রত্যহ রাত্রি-জাগরণ তোমাদের চলিবে না, ফলে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে অপর কতকগুলি লোককে রাত্রিজাগরণ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে পক্ষ, মাস বা বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তনের আর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ছেদ নাই, কিন্তু উদয়াস্ত কীর্ত্তনে কীর্ত্তনাবসানে সমবেত উপাসনা করিয়া শান্তিবাচন করিবে এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনঃ কীর্ত্তনারম্ভ করিবে।"

ঊষা-কীর্ত্তন

"প্রতি সপ্তাহেই তোমরা ঊষাকীর্ত্তন করিয়া ঘরে ঘরে নামের অমৃত বিলাইবে। পার যদি, প্রতিদিন এই কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গ্রামের একটী প্রাণীকেও নিদ্রিত থাকিতে দিও না, কিন্তু যে সকল গৃহে রুগ্ন ব্যক্তি আছে, সেই সকল গৃহে উচ্চ কলরব যাহাতে না প্রবেশ করে তদ্রূপ ভাবে চলিবে। ঊষাকীর্ত্তন সকলের সহিত প্রেমবন্ধন সৃষ্টি করিবার জন্য। সুতরাং জিদ্‌, গোঁড়ামি বা রূঢ়তা দ্বারা কাহাকেও আহত না কর, ইহা দেখিতে হইবে। যে সকল পাড়ার লোক ভগবদ্‌বিদ্বেষী বা হরিনামে বিরক্ত, জোর করিয়া তাহাদিগকে নাম শুনাইতে যাইও না, পরন্তু তোমাদের নামকীর্ত্তনের নেশা আস্তে আস্তে ছড়াইতে ছড়াইতে যখন উহাদেরও কঠোর হৃদয় গিয়া স্পর্শ করিবার উদ্যম করিবে, তখন তোমরা সেই সকল পাড়াতে ঢুকিবে। কেহ নীচ জাতি বলিয়া যেন ঊষাকীর্ত্তনে তোমরা ভেদাভেদ বিচার করিও না। হরিনাম শ্রবণে সকলের সমঅধিকার, সূর্য্যালোক পাইবার যেমন প্রত্যেকেরই অধিকার। সামাজিক, পারিবারিক বা অন্য

কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে ঊষাকীর্ত্তনের পবিত্র আবহাওয়াকে কলুষিত করিতে দিবে না।"

কীর্ত্তন ও সম্প্রদায়-ভেদ

"তোমাদের কীর্ত্তন সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করুক। তোমাদের পরমপবিত্র হরি-ওঁ কীর্ত্তন ভবিষ্যতের এক মহামিলন বা মহাসমন্বয়ের দিনকে আগাইয়া আনুক। এমন তৃপ্তি, এমন আনন্দ, এমন শান্তি তোমাদের হরি-ওঁ কীর্ত্তন পরিবেশন করুক, যেন জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধি বিনা চেষ্টায় দূর হইয়া যায়। যাঁহারা তোমাদের গুরুর শিষ্য নহেন, তোমাদের কীর্ত্তনে আসিয়া তাঁহারা যেন কোনও প্রকারে স্মরণও করিতে না পারেন যে, তাঁহারা অপর গুরুর শিষ্য কিম্বা এখনও অদীক্ষিত। স্বর্গের দেবগণ অনন্তকাল সাধনা করিয়া যে মহামৃত পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ মধুর অমৃত তোমরা মর্ত্ত্যের মানবগণকে পরিবেশন কর। উদার হৃদয় লইয়া কীর্ত্তন-সুখে তোমরা জীবকে তোমাদের অকৃপণ প্রেম অকুণ্ঠ চিত্তে বিতরণ কর। জীবে জীবে মিলনকে তোমরা শিবে শিবে মিলনে পরিণত কর। কীর্ত্তন শুনিয়া, শুনাইয়া, করিয়া, করাইয়া, অহি-নকুলে প্রেম স্থাপন কর, বাঘে ছাগলে প্রীতির বন্যা ছুটাও। তোমাদের যে একটা নিজস্ব সম্প্রদায় আছে, একথা তোমরা ভুলিয়া যাও

এবং অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর হইতে সেই বোধ মুছিয়া নাও। একটা নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে, এই জন্যই তোমাদিগকে অখণ্ড সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই কি তোমরা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলে? তোমরা একটী পৃথক্ সম্প্রদায় রূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে এতদ্দেশে আর একটী নূতন বৈচিত্র্য প্রদান করিবে, এই জন্যই কি আমি বুকের রক্ত সিঞ্চন করিয়া তোমাদের জীবন-তরুর মূলদেশে ঢালিয়া গেলাম? নিশ্চয়ই তাহা নহে। নিজসম্প্রদায়ের পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু, যাহা কিছু করিবার তাহা জগৎ হইতে সাম্প্রদায়িকতারূপিণী দানবীকে নির্ব্বাসিত করিবার মহদুদ্দেশ্য নিয়াই করিও।"

একক সমবেত উপাসনা

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসগুলিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া অপরাপর উপাসকদের সহিত মিলিত হইয়া ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নির্দ্ধারিত সময়ে উপাসনা সুরু করিবে। এই কার্য্যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি এমন স্থানে থাক, যেখানে সমদীক্ষিত ব্যক্তি আর নাই এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অন্যত্র দীক্ষিত বা অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন কেহ নাই, যিনি তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগদানে রুচি-সম্পন্ন বা অভ্যস্ত, তাহা হইলে একাই নিজের উপাসনার আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ কতক্ষণ ভাবিয়া লইবে যে, সমদীক্ষিত, অদীক্ষিত এবং ভিন্নমতাশ্রয়ী শত শত নরনারী তোমাকে দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার প্রতিবার মন্ত্রোচ্চারণের সাথে-সাথে মনে মনে বা অস্ফুটভাবে সেই মন্ত্র ও সুরের সহবর্ত্তন অতীব ভক্তিভরে, অতীব প্রীতি-সহকারে করিতেছেন। এইভাবে একাই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবে।"

আমাকে তোমার যন্ত্র কর

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লিখিয়াছ, আমার স্পর্শে কোন্ মরা নদীতে বান্ ডাকে, কোন্ মরুভূমিতে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ ঘটা আমি কখনও আশ্চর্য্য বা বিচিত্র বলিয়া জ্ঞান করি না। কেননা, ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায়ে এই জগতে কোন্ অদ্ভুত ব্যাপার না সংঘটিত হইতে পারে? কিন্তু বাবা, যদি বাস্তবিকই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহা সংঘটিত হয়, তবে জানিও যে, ইহা একমাত্র ভগবৎ-করুণাতেই সম্ভব হইল, আমার নিজের কোনও কৃতিত্বে নহে। নিজের অন্তর-বাহির আমি বারংবার নিরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি,—কোথাও আমি নিজস্ব কোনও ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা বিভূতির ছন্দাংশ মাত্রও পাই নাই। পরমশক্তিধর শ্রীভগবান্ নিজের ইচ্ছায় তৃণকে দিয়া বজ্রের কাজ, অণুকে দিয়া হিমাচলের কাজ, গোষ্পদকে দিয়া মহাসাগরের কাজ করাইয়া নিতে পারেন। সুতরাং আমার দ্বারা যদি কোথাও কোথাও অসাধ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিও এবং মনে প্রাণে মানিয়া লইও যে, তাহা একমাত্র ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে, আমার কোনও ব্যক্তিগত পৃথক্ কৃতিত্বের বা প্রতিভার গুণে নহে। আমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হস্তধৃত যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে পারিতেছি কিনা, ইহা ব্যতীত আমার অন্তরে দ্বিতীয় কোনও অভীপ্সাও নাই। কে কোন্ অদ্ভুত কাজ করিল, সেই সকলের আলোচনায় প্রমত্ত হইয়া বাবা জীবনের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিও না। পরন্তু যাঁহার কৃপায় পঙ্গু করে গিরিলঙ্ঘন, মূক করে বেদমন্ত্রোচ্চারণ, দুর্ব্বল করে অত্যাশ্চর্য্য সবলতার প্রমাণ-প্রদর্শন, তাঁহার চরণে বারংবার প্রণত হইয়া প্রার্থনা কর,—'হে প্রভু, আমাকে তোমার যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে নিজাভিলাষানুযায়ী তৃপ্তি সংগ্রহ

কর, আমাকে তোমার কর। ইহার অধিক চাহিয়া কি লাভ হইবে?”

দাম্পত্য জীবনে আত্ম-সুখ বর্জ্জন

জনৈক বিবাহিত ভক্তের পত্রের- উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্য হইতে আত্মসুখ নামক বস্তুটার সমূল উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হও। দাম্পত্য জীবনের সুখ-গভীরতা প্রতিষ্ঠার ইহা অভ্রান্ত পন্থা। স্ত্রী চাহিবে স্বামীর সুখ, স্বামী চাহিবে স্ত্রীর সুখ। নিদ্রায়, জাগরণে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, আহারে, অনশনে, প্রকাশ্য ব্যবহারে ও অপ্রকাশ্য আচরণে এই একটীই হইবে লক্ষ্য। নিজের সুখ নহে, পরন্তু সঙ্গীর সুখ-সম্পাদন, সঙ্গীর সুখ-সম্বর্দ্ধন।”

বৃথা প্রজল্প বনাম সৎকাজে রুচি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“বাজে আন্দোলনে এবং বৃথা প্রজল্পে তোমরা এত অধিক সামর্থ্য ব্যয়িত করিয়া থাক যে, প্রকৃত কোনও কাজের

প্রস্তাব আসিলে তখন আর তাহাতে রুচি, সাড়া, উৎসাহ, উদ্যম বা সমর্থন অনুভব কর না। পরনিন্দাকে কণ্ঠের মালা করিয়াছ, সুযোগে দুর্য্যোগে কেবলই লোকের দোষ আর লোকের ত্রুটি অনুসন্ধানে তোমাদের চক্ষু ব্যস্ত। কোথাও পরচর্চ্চা হইতেছে শুনিলে শতকাজ ফেলিয়া রাখিয়া মহোৎসাহে সেইখানে গিয়া ভিড় জমাও। এই এক অপরাধে সৎকার্য্যে রুচি ও প্রকৃত কাজে চেষ্টা তোমাদের নাশ পাইতেছে। সহরে যাও আর পল্লীতে যাও, শুধু পূতিগন্ধ মলভাণ্ডই খুঁজিয়া বেড়াও, তোমাদের হাতে দেব-পূজার চন্দন-পেষণ হইবে বল কি করিয়া? চন্দন পেষিতে যদি ভাগ্যক্রমে ব্রতী হও, তাহা হইলে চন্দন-পাটার খোদাইয়ের উচু নীচু দাগগুলির নিন্দা করিতে রসনাকে এত অধিক পরিমাণে আলোড়ন করিবে যে, অজস্র মুখের থুৎকার পড়িয়া পড়িয়া চন্দনের চন্দনত্ব, পবিত্রত্ব, পূজাযোগ্যত্ব হ্রাস পাইবে। সুতরাং সৎকাজ সত্যই যদি করিতে চাহ, প্রজল্প ও বিতণ্ডা পরিত্যাগ কর।

বিদ্বেষ-মূলক কার্য্যে সঙ্ঘবদ্ধতা

“আর একটী গুণে তোমরা সকলেই পরমগুণান্বিত। সেইটী হইতেছে, অতীব জঘন্য কার্য্যকে পরম পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়া তাহার ভিত্তিতে দল-গঠন করা। এই সকল দল-গঠন-প্রয়াসই ব্যক্তি বা সঙ্ঘ-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষের মূল হইতেছে। অথচ তোমরা ইহাকে বিশ্বপ্রেমের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মুখস পরাইয়া নিয়াছ। উত্তমকে অধম বা মান্যকে জঘন্য প্রমাণ করিবার জন্য যাহারা দল গড়িতেছে, তাহারা দলভুক্ত লোকগুলির ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্রের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করিতে পারিতেছে না। বুদ্ধি বিদ্বেষে আচ্ছন্ন, দৃষ্টি হিংসাবুদ্ধিতে ধূমায়িত, আর, ইহারই সাক্ষ্যে তোমরা হয়কে নয় আর নয়কে হয় বলিয়া রায় দিয়া ফেলিতেছ। জগতের যে যত অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানই করিয়া থাকুক না, তোমরা যাহাকে বিদ্বেষ করিতেছ, তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের কার্য্যে কেহ তোমাদের সমমার্গী হইলেই তোমাদের চক্ষে সে স্বর্গের দেবতা হইয়া দাঁড়াইবে। চরিত্রকে মূঢ়তা আসিয়া কতখানি আবৃত করিলে ইহা সম্ভব হয়, তাহা তোমরা চিন্তা কর। কেননা, সেই চিন্তা তোমাদের জন্য কুশল আনয়ন করিবে। কেহই ত' একটীবারও ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, যাহাকে বা যাহাদিগকে বিদ্বেষ করিয়া তোমরা একত্র জড় হইতেছ, সে বা তাহারা তোমাদের নাগালের বাহিরে গেলে সযত্নাভ্যস্ত এই বিদ্বেষ যে তোমাদেরই দগ্ধ করিবে। যে অস্ত্র পরের জন্য শাণ দিয়াছ, সে অস্ত্র তোমাদের হাতে ত' রহিয়াই গেল! সে তখন তোমাদের পারস্পরিক আক্রমণে ব্যবহৃত হইবে। সাত্যকির যে অস্ত্র কুরুবংশকে নিধন করিল, সেই অস্ত্র কি পরে যদুবংশধ্বংসে ব্যবহৃত হয় নাই?"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বেলা আট-ঘটিকার সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আজই শ্রীশ্রীবাবামণি চলিয়া যাইবেন বলিয়া তিনি তাঁহার কিছু কিছু জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিতে সঙ্গীয় সেবককে সাহায্য করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথন চলিতেছে। জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন, আর শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিয়া যান।

অখণ্ড-মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার হচ্ছেন অখণ্ড-মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভিতরে জগতের সকল খণ্ড সমাহৃত হ'য়ে আছে। সকল খণ্ড, সকল অণু-পরমাণু এই একটী মন্ত্রের ভিতরে এসে মিলিত হয়েছে ব'লেই এর সাধনার ভিতরে এমন মহাফল নিহিত রয়েছে, যার প্রভাবে ছোট-বড় এক হবে, দূর ও নিকট মিলে যাবে, আপন ও পরের ভেদ ঘুচবে।

অখণ্ড-কথার মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'অখণ্ড-মন্ত্র' ওঙ্কারের যাঁরা সেবা করেন, তাঁরাই অখণ্ড। তাঁরা যদি আমার কাছে মন্ত্র নাও নেন, কিম্বা আমার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা দীক্ষিত নাও হন, এমন কি দীক্ষা-রূপ সংস্কারকে যদি তাঁরা আদৌ আমলই না দেন এবং নিজের কাছে নিজে নিয়মিত সাধনের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে ওঙ্কারের সাধন আরম্ভ করেন, তবে জানবে, তাঁরাও অখণ্ড। অখণ্ড একটী সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় নয়, একটী গণ্ডীবদ্ধ দল-বিশেষ নয়, অখণ্ড হচ্ছে বিশ্বমানবের সংহতি। স্বরূপানন্দের আগে যদি একথা আর কেউ কখনো ব'লে না থাকে, তবে এইটুকুই মাত্র স্বরূপানন্দের কৃতিত্ব, কিন্তু একথা জেনো, স্বরূপানন্দ কোনো নূতন দল গঠন কত্তে আসেন নি, কোনো নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করবার কামনা করেন না, কোনো নূতন ধর্ম্ম জগতের কাছে পরিবেশন কর্ব্বার গৌরব দাবী করেন না। অখণ্ড-ধর্ম্ম মানে বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, অখণ্ড সমাজ মানে বিশ্বমানবের সমাজ, অখণ্ড-সংহতি মানে বিশ্বমানবের সংহতি। একথা তোমরা একটী দিনের জন্যও ভুলে যেও না।

অখণ্ড-শব্দের আইনঘটিত মানে

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—অখণ্ড-শব্দের আইনঘটিত মানেও কি এইরূপই হইবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হবে না, হতে পারে না। আইন মানে কর্ম্মশৃঙ্খলা, কর্ম্মের ধারাবাহিক পারম্পর্য্য রক্ষা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীতে কর্ম্মকে টেনে আনার বিধান। সেখানে আদর্শবাদের দার্শনিক উচ্চতা কোনও কাজে আসে না, সেখানে কর্ম্মধারাকে অবিচ্ছেদ চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য শান্তি-প্রতিষ্ঠার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রয়োজন। রাজর্ষি অশোকের আদর্শ অহিংসা হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি পুলিশ বিভাগ তুলে দিয়েছিলেন? সর্ব্ববস্তুতেই ব্রহ্ম বিরাজমান ব'লে কি একজন হিন্দু গোমাংস, একজন মুসলমান শূকর-মাংস ভক্ষণ কত্তে পারেন? তত্ত্বের দৃষ্টিতে যা দূষ্য নয়, লোকশাসনের প্রয়োজনে তাও নিষিদ্ধ কত্তে হয়, হয়েছে, হবে। সুতরাং আইনঘটিত ব্যাপারে যখন অখণ্ড কথার মানে আলোচিত হবে, তখন অখণ্ড-পরিচয়-প্রদানকারীকে অখণ্ডবাদের উদ্‌গাতার ছত্রচ্ছায়াতলে আসতে হবে। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে এই কথাটা আমাকে স্বীকার কত্তে হচ্ছে। নতুবা উচ্ছৃঙ্খল জনতার উন্মত্ত হুঙ্কার মহাযজ্ঞ পণ্ড করতে পারে।

অখণ্ড-মন্ত্রের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"ওঁ"—এই মন্ত্রটীর মানে কি? মানে হচ্ছে,—"হে প্রিয়, তুমি আমার, আর আমি তোমার।" মানে হচ্ছে,—"তুমি ছাড়া আমি নই, আমা ছাড়া তুমি নও।" মানে হচ্ছে,—"তুমিই আমি, আমিই তুমি,—ভেদ যদি থাকে, তবে তোমার আমার প্রেম-বর্দ্ধনের জন্য, অভেদ যদি হয়, তবে তোমার আর আমার গভীরতম নিবিড়তম প্রেমেরই দরুণ।" "ওঁ" মানে,—"হাঁ প্রভু, হাঁ, তোমার যত অভিপ্রায়, সবই আমার জীবনে আমি পূর্ণ হ'তে দেখ্‌তে চাই, আমার নিজের কোনো অভিপ্রায় নেই, নিজের কোনও পৃথক্

কমী নেই, আমার উপরে তোমার অধিকার শাশ্বত, সনাতন, ত্রিকাল ব্যাপ্ত এবং সর্ব্বত্র।" "ওঁ" মানে—"হে নাথ, তোমার সম্পর্কে সর্ব্বস্থিতিতে এবং সর্ব্ব-অবস্থিতে আমার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি, পরিপূর্ণ অনুগমন, পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।"

অখণ্ড-সাধন বনাম দলগড়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সাধন কর্বে না, আর নানা অবান্তর বিষয় নিয়ে দল বাঁধবে, এই অভিলাষ নিয়ে আমি তোমাদের কাউকে অখণ্ড-মন্ত্র দীক্ষা দেই নাই। সাধন করাই তোমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান দায়িত্ব, প্রধান উপজীব্য হবে, এই বাসনা নিয়েই তোমাদের কারো কাণে কারো প্রাণে অমৃতময় ওঙ্কার-ধ্বনি দীক্ষা-যোগে, পত্র-যোগে বা বস্ত্র-যোগে ঢেলেছি। তোমরা সেই আদিম উদ্দেশ্য ভুলে যেও না, কৃত্রিম লক্ষ্যকে মধ্যপথে এনে দাঁড় করিয়ে কলহের সৃষ্টি ক'রে আমার মূলগত অভিলাষকে ব্যর্থ ক'রে দিও না। অখণ্ড-নাম পেয়েছ বাবা সাধন করার জন্য, দল গড়ার জন্যে নয়। যে দল-গড়ায় সাধনে রুচি বাড়ে, সেই দল-গড়াই তোমাদের পক্ষে বৈধ জানবে। কে কোথায় অখণ্ড আছেন খুঁজে বেড়াচ্ছ ত'? তার নাম-ঠিকানা তালিকায় লেখ, ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ কর, আলাপ জমাও চমৎকার,—কিন্তু তাকে দেখামাত্র এই বোধ মনে জেগেছে কি যে, তাকে নিয়ে তোমাকে সাধনে বসতে হবে, অন্য

আলাপ অবান্তর, অন্য চেষ্টা নিরর্থক, অন্য উদ্যম অপ্রাসঙ্গিক? তা' যদি না জেগে থাকে, তা' যদি জাগাবার চেষ্টা তোমার না থাকে, তা' হ'লে তোমার সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা যে জগতের অনর্থ-সৃষ্টি কর্বে না, এমন ভরসা খুব বড় বুকের পাটা নিয়ে ক'রো না।

সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীতে কম অনর্থ আর কম অশান্তি সম্প্রদায়-বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট হয় নি। "সকল সম্প্রদায় আমার, আমি সকল সম্প্রদায়ের",—এই কথা না যতক্ষণ তোমার অন্তর থেকে উৎসারিত হবে, ততক্ষণ সম্প্রদায়-পরিপুষ্টির চেষ্টা দ্বারা তুমি জগতের ভবিষ্যতের জন্য নানা অশান্তিরই যে বীজ সযত্নে বপন কচ্ছ না, একথা তুমি হলফ ক'রে বল্‌তে পার না। তোমরা সমবেত উপাসনায় বস্‌বে, আর তা' দেখে বৈষ্ণবের মনে ত্রাস আস্‌বে, শাক্তের মনে আশঙ্কা জাগবে, রামকৃষ্ণ-পন্থীর মনে বিরক্তির সৃষ্টি হবে, জগদ্বন্ধু-পন্থী বিদ্বেষ অনুভব কর্বে, এই যদি গিয়ে দাঁড়ায় তোমাদের সংহত হবার চেষ্টার ফল, তা হ'লে জান্‌বে তোমরা অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়্‌তে অক্ষম হয়েছ, তোমরা অসাম্প্রদায়িকতার নাম ক'রে আপদ্‌বহুল একটা নূতন সম্প্রদায়ই গড়েছ, যে সম্প্রদায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অপর সম্প্রদায়ের অশান্তি উৎপাদন করে। অবশ্য কোনও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্প্রদায়-বিশেষ তোমাদের ক্রম-শ্রীবৃদ্ধি ও অভ্যুদয় দর্শন ক'রে যদি ঈর্ষ্যা-কাতর হয়, তবে তার জন্য তোমাদের দোষ দেওয়া চলে না, ঈর্ষ্যার জ্বালায় যে জ্ব'লে মরে, সে তার নিজের দোষেই মরে। কিন্তু যাঁদের মনে ঈর্ষ্যা নেই, তারাও যদি তোমাদের অভ্যুদয়ে আতঙ্ক, আশঙ্কা, উদ্বেগ বা অশান্তি কখনো অনুভব করেন, তবে জান্‌বে যে, তোমরা তোমাদের হয়ত অজ্ঞাতসারেই অসাম্প্রদায়িকতার পবিত্র আদর্শ ও ব্যাপক লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাচ্ছ। প্রতিবেশীর গৃহে তাঁদের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষের স্মৃতি-উৎসব সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হয়েছে দেখেই তুমি তোমার সম্প্রদায়ের উৎসবে এমন মহাসমারোহের আমদানী কর্ল্লে, যার উদ্দেশ্য অপর সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের আত্ম-প্রসাদে খোঁচ সৃষ্টি করা। এসব কার্য্যকে আমি কখনো ধর্ম্মকার্য্য ব'লে গণনাই করি না। আমার মতে এ সব হচ্ছে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার এক প্রচ্ছন্ন রাজসিক মূর্ত্তি।

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ডেরা হবে, অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। যে আমাকে মানে, তাকেও যতখানি ভালবাসবে, যে আমাকে মানে না, তাকেও ততখানি ভালবাসতে হবে। কংসে আর কংসারিতে সমান দৃষ্টি যার, তার নাম অখণ্ড। রাবণ আর রাবণারিতে সমান প্রেম যার, তার নাম অখণ্ড।

খণ্ডের সাথে অখণ্ডের তফাৎ শুধু "অ" এই একটা অক্ষরই নয়, তফাৎ আকাশ পাতাল। বৈষ্ণব যদি অবৈষ্ণবকে দ্বেষ করে, তবু অখণ্ড অনখণ্ডকে ভালোবাস্‌বে। শাক্ত যদি অশাক্তকে অবজ্ঞা করে, তবু অখণ্ড অনখণ্ডকে আদর কর্ব্বে।

অসাম্প্রদায়িক হইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য প্রকৃত বৈষ্ণবের আর প্রকৃত শাক্তের কাউকেই দ্বেষ বা অবজ্ঞা করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এরা সব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সম্প্রদায়। সুতরাং নিজ নিজ সম্প্রদায়গত কৌলীন্য-বোধ থেকে এই ভ্রম তাঁদের হ'লেও হ'তে পারে। তোমরা নবীন সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের এই সব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ভুলের নিন্দাও ক'রো না, অনুকরণও ক'রো না। বড়রও ভ্রম-প্রমাদ হয়, কিন্তু বড়'র দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ক'রে গুণগুলিকেই অনুকরণ কর্ত্তে হয়। বৈষ্ণবের কাছে শিখ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা, সর্ত্তহীন আনুগত্য, যুক্তি-বিচার-বিতর্ক-বর্জ্জিত আত্মসমর্পণ, শাক্তের কাছে শিখ মরণ-ভয়-রহিত সাধন, দৃঢ়বীর্য্য ও অদমিত অধ্যবসায়, শৈবের কাছে শিখ জাতি-বর্ণ-লিঙ্গাদি-তুচ্ছ কারিণী উদারতা, জীবমাত্রে শিব-বোধ, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। কেবল খুঁজে বেড়াও, কার কাছে কি শিখ্‌বার আছে,—দে'খো সাম্প্রদায়িকতা তোমাদের কাছ ঘেষ্‌তে পারবে না। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমানের মহত্ত্ব কোথায়, জৈন, শিখ ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, কেবল তাই খোঁজ, দেখো, সাম্প্রদায়িকতার হলাহল তোমাদের অনায়াসে জীর্ণ হ'য়ে যাবে। "অখণ্ড" ব'লে একটা সম্প্রদায় জগতের মধ্যে অমর হ'য়ে থাক্‌বে, তোমরা এরূপ কামনা কেন কত্তে যাবে? প্রত্যেকটা মানুষ সাধক হও, সাধনের সমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রত্যেকটী নরনারী অতলের তল দেখে নাও,—তার ফলে যা' হবার হোক্, যা' না-হবার না হোক্। সম্প্রদায়কে নিয়ে অন্তরে কোন সঙ্কল্প-বিকল্পকে উদিত বা বিলীন হ'তে দিও না।

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
২০শে আশ্বিন, ১৩৪১

ওঁ হরিঃ বনাম হরি-ওঁ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বাবামণি, আপনি "ওঁ হরি" কীর্ত্তন না করিয়া "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার কারণ আছে। প্রথম কথা এই যে, বৈদিক যুগে ঋষিরা "হরিওঁ" কীর্ত্তন কত্তেন, "ওঁ হরি" কীর্ত্তন কত্তেন না। এটা হ'ল প্রথার কথা। তারপরে অর্থের দিক্ দিয়েও বিবেচ্য রয়েছে। "ওঁ হরি" বল্‌তে বুঝায় "ওঙ্কারযুক্ত হরি" যেমন ওঁ-কৃষ্ণ, ওঁ-কালী, ওঁ-দুর্গা ইত্যাদি। ফলে "ওঁ হরি" কথাটীর মানে গিয়ে দাঁড়াবে "ওঁ বিষ্ণু," চতুর্ভুজ বিষ্ণু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু। অর্থাৎ প্রণবযুক্ত না

হ'লে মন্ত্রের ত' প্রাণ সঞ্চার হয় না, অপ্রণব মন্ত্র শূদ্র থাকে, অতএব "ওঁ হরি" ব'লে সেই প্রাণহীনতা বা শূদ্রত্ব ঘুচান হ'ল। কিন্তু মন্ত্রটী একটী সাম্প্রদায়িক মন্ত্রই র'য়ে গেল। আর "হরি-ওঁ" বল্‌তে বুঝায়,—"সব-কিছুর আহরণকারী ওম্"। অর্থাৎ হরি শব্দ এখানে ওম্ শব্দের বিশেষণ। ওঙ্কারই আসল কথাটি, হরি শব্দ দ্বারা সেই কথাটীকে বিশেষিত করা হচ্ছে যে, ওঙ্কার শুধু একটী শব্দ মাত্র নয়, মন্ত্র মাত্র নয়, ওঙ্কার হচ্ছেন সব কিছুর সমাহরণকারী পবিত্র নাম। "হরি ওম্" বল্‌তে বুঝান হচ্ছে যে, যতকিছু সাম্প্রদায়িক ভাব বা যত কিছু সাম্প্রদায়িক নাম, সব ভাবকে ও সব নামকে নিজের ভিতরে সমাহৃত করেছেন এই ওঙ্কার।

"হরি-ওঁ"-কীর্ত্তন কখন কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা এই হরি-ওঁ কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রয়োজনে কর্ব্বে। শিশু জন্মালে আনন্দোৎসবে, কেউ মারা গেলে শ্মশান-যাত্রায়, শ্রাদ্ধবাসরে পারলৌকিক কুশল প্রার্থনায়, বিবাহ-বাসরে দম্পতীর সাত্ত্বিক-মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, রুগ্নের রোগনিরাময় কামনায়, বিপন্নের বিপদুদ্ধার প্রয়োজনে, জ্ঞানি-গুণি-সাধু-ভক্তের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনে, দেশ-হিতৈষীর দীর্ঘজীবন কামনায় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রয়োজনে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান কর্ব্বে। এই কীর্ত্তন সর্ব্ব জাতির সমন্বয়-সাধনের কীর্ত্তন, ভেদবিচ্ছেদক্লিষ্ট সমাজের ঐক্য-সাধনের কীর্ত্তন,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আত্মকলহরত উচ্চনীচ-বিচার পরায়ণ দুষ্ট-দৃষ্টির সংশোধনের কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীবাবামণির অদ্যকার লিখিত কতিপয় পত্রের অধিকাংশ অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জীবন সার্থক কর

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগে চঞ্চল হইও না। ভগবান্ নিজের জিনিষ নিজে নিয়াছেন। উহাদের উপরে তোমার কোনও স্বত্ব ছিল না। তাঁর জিনিষ তিনি দুই দিনের জন্য পুত্র বলিয়া বুকে ধরিতে, পত্নী বলিয়া আদর করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তোমার অন্তরের স্নেহ-ভাবের পরিপুষ্টির জন্য যে কয়দিন উহাদের আবশ্যকতা ছিল, সেই কয়দিন তোমার কাছে ছিল। প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাই চলিয়া গিয়াছে। উহারাও নিজ নিজ অন্তরের ভাব-পুরিপুষ্টির জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছিল। কেহই, একমাত্র তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আসে নাই। তবে, তুমি অনুক্ষণ মনে করিয়াছ যে, তোমার জন্যই ইহারা, ইহাদের জন্য তুমি নহ। এই কারণেই তোমার শোকের মাত্রা বেশী হইয়াছে। কিন্তু একদা ভগবান্ তোমাকেও নিবেন, আমাকেও নিবেন। যে কয়দিন দয়া করিয়া না নেন, সেই কয়দিন প্রতিটী শ্বাস ও প্রশ্বাস তাঁহার কাজে ব্যয়িত করিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিত্য-প্রেম-ধন করায়ত্ত করিয়া সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক কর।"

বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহ

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পত্রে তোমার মনের সরল, বলিষ্ঠ ও দৃঢ় মনোভাব অবগত হইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। নারীদের মধ্যে যেমন একনিষ্ঠ সতীত্বের আদর্শ বন্দনীয়, পুরুষের মধ্যেও তেমন একনিষ্ঠা আমি দেখিতে অভিলাষী। রূপ এবং যৌবন অটুট অক্ষত রহিয়াছে বলিয়াই যদি 'চন্দ্রকুমার' স্ত্রীবিয়োগের পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে রূপ-যৌবন-সম্পন্ন, 'চন্দ্রলেখা' কেন একবার পতি-বিয়োগ ঘটিলে পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না? আদর্শকে একচক্ষু হরিণ মনে করিও না। যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে আদর্শ, পুরুষের পক্ষেও এস্থলে তাহাই কেন আদর্শ হইবে না, তাহা বুঝিতেছি না।

"বলিতে পার, তোমার পুত্র-সন্তান নাই, সুতরাং পুত্র-পিণ্ডের প্রয়োজনে আবার বিবাহ করা দরকার। কিন্তু আবার বিবাহ করিলেও হয়ত তোমার একটী সন্তানও জন্মিতে না পারে। আর, যদি জন্মে, তবে হয়ত পুত্র-সন্তান না জন্মিয়া পুনরায় কতকগুলি কন্যাই জন্মিতে পারে। তখন কি হইবে?

তখন কি দত্তক রাখিবে না? অথবা তখন কি ভাগিনেয়ের হাতের পিণ্ডকে প্রত্যাশা করিতে করিতে একদা এই জড়দেহ ছাড়িয়া যাইবে না? বিবাহের পরে পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা ত' সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের হাতে!

"বলিতে পার বৃদ্ধা মাতার সেবা-যত্নের জন্য একটী সেবিকা প্রয়োজন। বিবাহের জন্য প্রস্থানোদ্যত বর চিরকালই মাকে প্রণাম করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে,—'মা, তোমার জন্য দাসী আনিতে যাই?' জননীও আনন্দ-সজল নয়নে ভাবাবেগোদ্বেল কণ্ঠে বলিয়া থাকেন,—'যাও বাছা।' কিন্তু দুইটী দিন পার না হইতেই প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাসী ত' আসে নাই, আসিয়াছে নূতন একটী প্রভু। দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ পক্ষের ভার্য্যারা প্রায়শই প্রভুর মূর্ত্তিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশ করে। সেবা পাইবার তাহাদের অধিকার, সেবা দিবার নহে। অপরে তাহাদের মনোরঞ্জন করুক, তাহারা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য নহে। বৈধব্য সুনিশ্চিত জানিয়াই দোজবরে বিবাহ সে করিয়াছে। সুতরাং ভাবী বৈধব্যকালীন সকল কল্পিত দুঃখের প্রতিশোধ সে সধবা থাকিতে থাকিতে তুলিয়া লইবে। অনেক স্থলে ইহাই হইয়া থাকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষের পত্নীর মনস্তত্ত্ব। সুতরাং বিবাহ করিয়া আনিয়া মায়ের সুখ বাড়াইবে না কমাইবে, তাহা আরও ভাবিয়া দেখ।

"বলিতে পার, তোমার ছোট ছোট মেয়েগুলি মাতৃ-

বিহনে কাতরা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের যত্ন-আদরে প্রতিপালন করিয়া তুলিবার জন্য তাদের একটী মা প্রয়োজন। কিন্তু সেই মায়ের পেটে যখন আরও ভাই-বোনেরা জন্মিবে, তখন নূতন মা পুরাতন শিশুদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা কি কল্পনা করিয়া দেখিয়াছ? দুই একটী দুর্ল্লভস্থলে সৎ মাকে গর্ভধারিণী মায়ের তুল্য ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি হয়, তাহা তুমি তোমার যে-কোনও পুনর্বিবাহকারী প্রতিবেশীর গৃহে প্রত্যক্ষ করিতে পার। বুকের রক্ত ও মাংস দিয়া যেই শিশুগুলিকে বাঁচাইয়াছ, দেখিবে, সেই শিশুগুলি ধীরে ধীরে তোমার কত পর হইয়া গিয়াছে। দেখিবে, তাহাদের দুঃখে তোমার প্রাণ গলে না, তাহাদের চখে অশ্রু দেখিলে নিজ হাতে মুছিয়া দিবার সাহস কিম্বা রুচি হয় না। যেই শিশুগুলির সেবা-যত্নের দোহাই দিয়া একটী নূতন পক্ষ সৃষ্টি করিলে, সেই শিশুগুলিই তখন তোমার পথের কণ্টক, সুখের বাধা, শান্তির নাশক বলিয়া প্রতীত হইবে।

"সুতরাং উল্লিখিত কোনও যুক্তিতেই তোমার পুনরায় দারগ্রহণ সমর্থিত হইতে পারে না। তবে যদি বুঝিয়া থাক যে, পুনরায় বিবাহ না করিলে চরিত্র বজায় রাখিয়া চলিতে গুরুতর বেগ পাইতে হইবে, তবে অবশ্যই বিবাহ করিবে। ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে। কিন্তু তুমি যখন বিপত্নীক, তখন তোমার সহিত সমরুচি-সম্পন্না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এবং সম্ভব হইলে তোমার সহিত সমধর্ম্মমতবিশিষ্টা একটী বাল্য-বিধবাকেই বিবাহ করিয়া এক কার্য্য দ্বারা সমাজের দ্বিবিধ হিতসাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

পিতার (গুরুর) স্নেহ

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

" A father is always a father. He never counts the age of his children. (পিতা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, তিনি কখনও নিজ সন্তানের বয়স গণনা করিয়া হিসাব করেন না যে, তাঁর সন্তান কত বড় হইল)। সকল বয়সেই সন্তানকে তিনি শিশুর মতন সযত্নে রক্ষণীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তাই তিনি প্রতিপদে তাহাকে falls and pitfalls (গর্ত্ত এবং পতনের সম্ভাবনাপূর্ণ স্থান সমূহ) সম্পর্কে সচেতন, সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতে যত্ন পান। কিন্তু তোমরা তাহা বোঝ না। গোঁফের রেখা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভিতরে ব্যক্তিত্বাভিমানের মেষ-শৃঙ্গ উদ্গত হইতে থাকে এবং পরম-হিতৈষীর হিতবচনকে নিজেদের স্বাধীনতার বিঘ্ন-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তোমরা প্রথমে কর মনে মনে দ্রোহ এবং পরে তাহাকে প্রকাশ্যে অবাধ্যতারূপে মূর্ত্তি দান কর। ইহা তোমাদের যৌবনের স্বাভাবিক প্রকৃতি ভাবিয়া ক্ষমাশীল পিতা এবং গুরু উপেক্ষার প্রশ্রয় দেন। তাহার ফলও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্দ্ধিততর দ্রোহেরই রূপ পরিগ্রহ করে।

তোমাদের নিয়া তোমাদের গুরুদেব এবং মাতা-পিতার যে ক্লেশ, উদ্বেগ ও অনর্থকর অশান্তি পোহাইতে হয়, তাহা এই কচি বয়সে তোমরা কিছুতেই প্রণিধান করিতে পার না। কিন্তু একদা এই স্নেহের খনির প্রকৃত মূল্য এবং মর্য্যাদা নিরতিশয় মর্ম্মতাপের ভিতর দিয়া বুঝিবে, যখন ইঁহারা এই পৃথিবীতে থাকিবেন না। যাঁহার স্নেহের আশ্রয়ে বড় হইয়াছ, যাঁহার ভালবাসার প্রশ্রয়ে তোমার ব্যক্তিত্বাভিমান আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, জীবনের প্রত্যেকটী উত্থানের জন্য যাঁর কাছে তুমি ঋণী, তাঁহাকে আজ পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিতে তোমার কতই না দানবীয় আনন্দ, কতই না পৈশাচিক উল্লাস, কতই না পাশবিক উৎসাহ। কিন্তু বাছা, এত সব সত্ত্বেও পিতা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, গুরু সর্ব্বাবস্থাতেই গুরু। তুমি ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইতে পার, কিন্তু ক্ষমায় তিনি কখনই কৃপণ হইবেন না।"

জীবন অনিত্য

একটী মহিলা ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"জীবন অনিত্য। একদিন তুমিও এই জগৎ হইতে বিদায় লইবে। আজ যাঁহারা বিদায় নিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হইবার কোনও তাৎপর্য্য নাই, যদি সঙ্গে সঙ্গে না ভাবিতে পার যে, একদা তুমিও যাইবে। শুধু যাইবে বলিব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কেন, তোমাকেও যাইতেই হইবে, শত ইচ্ছা বা শত চেষ্টা করিয়াও সেদিন এদেশে থাকিতে পারিবে না। কাঁদিয়া আকুল হইলেও যাইতেই হইবে। এ বিধানের আর কোনও পরিবর্ত্তন সাধন কোনও প্রকারেই সম্ভব হইবে না। সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে সৎকাজ কি এবং কতটুকু করিয়া লইতে পার, তাহা দেখ।

কোন্ সৎকার্য্য করণীয়

"সৎকার্য্য বলিতে হাজার রকমের কাজকে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সকল সৎকাজই সকলের সুসাধ্য নহে। যে সৎকাজ যাহার পক্ষে সুসাধ্য, তাহাই আগে করিতে প্রয়াস পাইবে। আবার, সকল সৎকাজই সকলের উপরে সমান প্রযোজ্য নহে। তোমার ঘরের দুয়ারে নিরন্ন ব্যক্তি কাঁদিয়া মরিতেছে, সেই সময়ে বিলাতের হাসপাতালফাণ্ডে টাকা পাঠানোর কর্ত্তব্য তোমার উপরে জরুরী-ভাবে প্রযোজ্য নহে। পাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেগুলি বিনা চিকিৎসায় বসন্ত রোগে মরিতেছে, সেই সময় সাহিত্য-পরিষদের চাঁদা দেওয়া তোমার উপরে জরুরী ভাবে প্রযোজ্য নহে। কোন্‌টী তোমার সহজ কর্ত্তব্য, স্বাভাবিক দায়িত্ব প্রথম করণীয়, তাহা বুঝিয়া সৎকাজের পারম্পর্য্য ঠিক্ করিবে। যেইটী জরুরী বেশী, সেইটী আগে করিবে, যেইটী জরুরী কম, সেইটী পরে ধরিবে। একই সময়ে হাজার রকমের সৎকার্য্য করিবার

সামর্থ্য খুব অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। আর, অত্যন্ত সামর্থ্যবান্ ব্যক্তিরাও যখন এক সাথে পাঁচ, দশ বা বিশ ডজন কাজে হাত দেন, তখন তাঁহাদের বহু কাজে ব্যর্থতা বা মূল উদ্দেশ্য সাধনে অপারগতা দেখা যায়। অবশ্য, বাঁধিতে বসিলে বাট্‌নাও বাটিতে হয়, কুট্‌নাও কুটিতে হয়। এইরূপ কতকগুলি সৎকাজও আছে। এইগুলির একটা করিতে গেলে স্বভাবতঃই অপরটী করিয়া যাইতে হয়। আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেই। ইহা সৎকাজ। কিন্তু শূন্য উদরে ধর্ম্ম হয় না দেখিয়া তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও আবার অর্থসাহায্যও করি, কাহাকেও উপার্জ্জনের অন্য ফিকির বাহির করিয়া দেই। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া এভাবে আমাকে বেকারবান্ধব সমিতির করণীয় কাজও কতক করিতে হয়। না করিলে চলে না, তাই না করিয়া পারি না। অর্থাৎ বাঁধিতে বসিয়া বাট্‌নাও বাটিতে হইতেছে, কোট্‌নাও কুটিতে হইতেছে।

অর্থসাধ্য সৎকাজ ও শ্রমসাধ্য সৎকাজ

"কিন্তু অর্থসাধ্য সৎকাজ প্রত্যেকেই সুপ্রচুর করিতে পারে না, সীমাবদ্ধ ভাবেই পারে। এক এক জনের আর্থিক গণ্ডী অতীব সঙ্কীর্ণ। যেমন তোমাদের। কিন্তু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চাহিলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে, যেখানে তোমার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মত অবস্থার লোকও অনেক জনসেবা করিয়াছে। একজন ডাক-পিওনের কথা শুনিয়াছি, যে সমগ্র জীবন জুড়িয়া ইট গাঁথিয়া একটী বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহা সমাপ্ত করিয়া অনাথ শিশুদের পালনের জন্য দানপত্র করিয়াছিল। আর একটী চাষার কথা আমি মানভূমে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এক হাতে কোদাল ও এক হাতে ঝুড়ি নিয়া প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে প্রান্তরে যাইত এবং প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া মাটী ও পাথর কাটিয়া জীবনের সায়াহ্নে এক বাঁধ বা পুকুর খনন সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুর আগে সর্ব্বসাধারণের জলপানের উদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গ করিয়া গেল। বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হয়, যদি বিন্দু অবিরাম পড়িতে থাকে। নিজেকে একান্ত অসহায় জ্ঞান করিও না। যাহারা অর্থসাধ্য সৎকার্য্য করিতে পারে না, তাহারা শ্রম দিয়াও তাহা করিতে পারে। পথের মধ্যে হুমড়ী খাইয়া এক বৃদ্ধ পড়িয়া গেল,—তখন তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। রাস্তা পার হইবার সময়ে এক অন্ধ ভিখারীকে এক পার হইতে অপর পারে হাত ধরিয়া নিয়া যাইতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর দুয়ারে বিদেশী পথিক অন্ধকারে পথ চিনিতে পারিতেছে না, বাতি লইয়া তাহাকে এক মাইল পথ আগাইয়া দিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। বিদ্যার্থিভবনের দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা বা অন্নের সাহায্যার্থে কিছুই করিবার আর্থিক সামর্থ্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার নাই, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা তুলিতে যে বালকেরা বাহির হয় তাহাদের তণ্ডুলের বোঝাটা মাথায় করিয়া বহিয়া নিয়া দিয়া আসিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। একটা মরণাপন্ন ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া আছে, তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। কত আর দৃষ্টান্ত দিব। কত যে সেবার পথ চতুর্দ্দিকে খোলা আছে, তাহা চখ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। জগৎ স্বার্থান্ধ বলিয়াই দেখে না যে, কত প্রকার সৎকার্য্যের সুযোগ দিকে দিকে রহিয়াছে।

সকলের সেরা সৎকার্য্য

"তবে সকলের সেরা সৎকার্য্য হইতেছে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরাম ভগবানের নাম করা। ইহাতে অর্থেরও প্রয়োজন নাই, গায়ে পায়ে প্রচণ্ড সামর্থ্যেরও প্রয়োজন নাই। এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা দেহ-মন বিশ্বমঙ্গল সাধনের উপযোগী হয়। এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা অন্তরে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, প্রতিদানলোভহীন, পূজাপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা-বর্জ্জিত, নির্ম্মল জীবসেবার সামর্থ্য সঞ্জাত ও সঞ্চিত হয়। এই সৎকার্য্য দ্বারা জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর সহিত নিজের সত্য সম্বন্ধ নির্ণীত ও স্থাপিত হয়। এই একটী সৎকার্য্যের মহিমায় একমাত্র বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণে সকল পর আপন হয়, সকল দূর নিকট

হয়, সকল শত্রু মিত্র হয়, সকল অনিত্য বস্তু নিত্য হয়। সুতরাং জীবনকে নিতান্তই খেলো জিনিষ জানিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জৈবিক সুখস্বপ্নে না মজিয়া, স্বল্প-কালস্থায়ী এই আয়ুকে বিশ্বাস না করিয়া অচিরে নাম-রূপ পরমসত্যে আত্মনিমজ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। শান্তি ইহাতে, সুখ ইহাতে, তৃপ্তি ইহাতে, আনন্দ ইহাতে, নিত্যকালের নিশ্চিন্ততা ইহাতে।"

সরকারী চাকুরী ও ভগবানের চাকুরী

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরের চাকুরী করিয়া ভগবানের চাকুরী বজায় রাখা কঠিন। তোমার এই উক্তিতে সত্য আছে। কিন্তু ভগবান্ যখন পর নহেন, তিনি যখন আপন, তখন তাঁহার চাকুরী রক্ষার দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈষয়িক অনটনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাহিরের জগতে চাকুরী তুমি সরকারেরই কর আর সওদাগরেরই কর, অন্তরের অনটন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্তর্জ্জগতের শাহান্‌শাহের চাকুরী তুমি নষ্ট করিতে পার না। সরকারের চাকর তুমি দশটার আর পাঁচটার। (অবশ্য, সরকারের কড়ি খাইয়া তুমি অপর সময়ে সরকারের বিরোধী কার্য্য করিতে পার না।)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিন্তু ভগবানের চাকর তুমি দিনে রাত্রিতে সর্ব্বসময়ে। সরকারের বা সওদাগরের নুন খাও, সুতরাং সেই নুনের গুণ তোমাকে রাখিতেই হইবে, মনিবের প্রতি সকল প্রকার বৈধ কর্ত্তব্য তোমাকে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু মনিবের উপরেও মনিব আছে। আসল মনিব ভগবান্। সুতরাং ভগবানের কাজে যত কম ফাঁকি দিয়া চলিতে পার, তাহাই করিবে।গুরুভক্তি ও সাধন

"তুমি গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছ। আমি ত' আমার শিষ্যদের অবিরাম উপদেশ দিয়াছি,—দ্রোহ কর, দ্রোহের ভিতর দিয়া সত্য জানিয়া লও। কেন এইরূপ উপদেশ দিয়াছি? Because this is an age of revolts and revolutions (কারণ, ইহা হইতেছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যুগ।) যুগের গতির সহিত যোগ রাখিয়া কথা না কহিতে পারিলে তোমরা আমার উপদেশ মানিবে কেন? তোমাদের বিদ্রোহকে মানিয়া লইবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু সাধন-জগতে প্রকৃত গুরু-ভক্তির প্রয়োজনও অসীম। গুরুভক্তি ব্যতীত সাধনে মন বসে না, সাধনে গভীরতা আসে না, সাধনে তৃপ্তি ও আনন্দ জমাট বাঁধে না। তাই ভক্তিপন্থী ও রসিক সাধকেরা অবিরাম গুরু-ভক্তিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু সাধন ব্যতীত শুধু মুখের কথায় বা ভাবপ্রবণতায় অকৃত্রিম ও অকপট

গুরুভক্তি আসে না। তুমি গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছ, আমি আশীর্ব্বাদও তদ্রূপই করিলাম। কিন্তু বাবা, আমার এই আশীর্ব্বাদ সফল হইবে, শুধু যদি তুমি আবার অকপট উদ্যমে গুরুদত্ত নামের সাধন কর। সাধনের ফলে গুরুভক্তি তোমার নিজস্ব স্বভাব রূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে। গুরুভক্তি যখন স্বভাবে পরিণত হয়, তখন আর তাহা টলে না, কোনও অবস্থাতেই আর তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। আজ গুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গুরুদেবের প্রতিচিত্র হাতীর পিঠে চাপাইয়া 'গুরুজীকী জয়' ধ্বনিতে পথচারীদের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া শোভাযাত্রার ধূলিতে সকলের বসন মলিন করিয়া জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে ছুটিলে, কাল গুরুদেবের কেশর কাটিবার জন্য কাঁচি সানাইলে, দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য শিল-নোড়ার যোগাড় করিলে, মানীকে অসম্মানিত করিয়া পৈশাচিক লীলা করিবার জন্য ভূত-প্রেতের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলে,—ইহা অসাধনেরই ফল। সাধকের চক্ষু বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই শান্ত, বড়ই সুন্দর,—সে গুরুতে সর্ব্ব-বিশ্বের কুশলকে দর্শন করিয়া থাকে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অতীত, সংশয়-সন্দেহের অতীত, দোষ-দর্শনেচ্ছা-বর্জ্জিত সরল সেই দৃষ্টি গুরুর সৌম্য সুহাস প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তির ভিতর দিয়া নিখিল কল্যাণকে করায়ত্তও করে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ক্রোধকে দাস করিবার উপায়

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্রোধকে দাস কর। নিজের নহে, ভগবানের। নিজের দাস করিতে চাহিলে ক্রোধ বাগ নাও মানিতে পারে। কিন্তু ভগবানের দাস করিতে চাহিলে সে সহজেই নত হইয়া পড়িবে, কেননা, ক্রোধের সৃষ্টির মূল উৎস ত' ভগবানই নিজে। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার নিকটে উদ্ধত, অবাধ্য থাকিতে পারে না। চোর-ডাকাতেরা অনেক সময়ে চৌকিদারকে গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু পুলিশের বড়কর্ত্তা চৌকিদারের ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়া আছেন জানিলে বাগ মানিয়া যায় বা দ্রুত ছুটিয়া পলায়। ক্রোধের উদ্দীপ্তির সময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিয়া একবার দেখিয়া লও যে, তার মূর্ত্তি কতখানি ভয়ঙ্কর, কিরূপ সে কদাকার, কি বীভৎস তার অঙ্গভঙ্গিমা, কেমন অবাঞ্ছনীয় তার ব্যবহার। তারপরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার জপ করিতে থাক,—'ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ,.............'। এই সময়ে 'ওঁ' শব্দের মানে হইবে, 'হে ক্রোধ, তুমি ওঙ্কাররূপী বিশ্বস্রষ্টার দাসানুদাস মাত্র, আর কিছুই নহ, দাসের আবার আস্ফালন কেন, দাসের কর্ত্তব্য নত শিরে প্রভুর পাদ-বন্দনা করা।' এই ভাবে ক্রোধকে দাস কর।"

নাস্তিকের পরিণতি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঈশ্বর, ধর্ম্ম এসব কিছুই নাই বলিয়া মনে করিতেছ ত'? তোমার সহিত আমার কলহ নাই। তুমি তোমার গৃহীত পন্থায় অবিচলিত চিত্তে চল। মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা রাখিও না। এই অস্বীকৃতির পথেই একদিন তুমি সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া ঈশ্বর এবং ধর্ম্মকে স্বীকার করিবে। তোমার জীবন-পথ নিষ্কণ্টক হউক।"

ভগবানের সংসার

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারকে ভগবানের সংসার বলিয়া মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে প্রবৃত্তির তাণ্ডব-নৃত্য প্রশমনের পথে চলিয়াছে। যতক্ষণ তুমি সংসারের প্রভু, ততক্ষণ শ্মশান-চারী ভূত-প্রেতেরা থামিবে কেন? তোমাকে ভয় করিবার তাহাদের কি আছে? কিন্তু ভগবানের সংসারে ভূতনাথের সমক্ষে ভূতেরা উপদ্রব করিবে কি করিয়া? নিজে মনে প্রাণে ভগবানকে তোমার সংসারের প্রভু বলিয়া মান এবং এই ভাবটা প্রত্যেকটী পরিজনের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দাও।"

উপহাসকারীর প্রতি কর্ত্তব্য

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে উপহাস করে করুক, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। একদল লোকই আছে, উপহাস করা যাহাদের স্বভাব। ভাল কাজেও ইহারা উপহাস করে, মন্দ কাজেও করে। কাজটী ভাল বা মন্দ বলিয়া কোনও তারতম্য হয় না। দশজনকে লইয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া আজ যাহারা উপহাস করিতেছে, কাল একা নিরিবিলি কাজ করিতে গিয়া দেখ যে তাহাদের উপহাস করিবার উৎসাহ কমে নাই। ইহাদের প্রকৃতি অতি জঘন্য। ইহাদের বিরুদ্ধতাকে গ্রাহ্যও করিও না। কিন্তু ইহাদের প্রতি অন্তরের কোনও প্রকার বিদ্বেষও রাখিও না। আজ যে উপহাস করিতেছে, কাল সে তোমার হয়ত সমর্থকও হইতে পারে। সৎকার্য্য যখন বিপুল ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়, তখন অনেক উপহাসকারীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনও হয়। তখন ইহারা কেহ কেহ তোমার সহযোগী সুহৃৎ হইতে পারে।"

জীবন অনিত্য

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"জীবন অনিত্য, মৃত্যুই ধ্রুব। প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতেছ, কিন্তু একবারও ভাব না যে, তোমার নিজেরও মৃত্যু আছে। সূতিকাগৃহের অপেক্ষাও শ্মশান বেশী সত্য। কাহারও ঘরে আর শিশু জন্ম লইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিত কিন্তু যে গৃহেই যে একদা জন্মিয়া থাকুক, একদা তাহাকে আবার মরিতেও হইবে। প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ু হ্রাস পাইতেছে। বড় হইতেছ, না মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছ। সুতরাং হাতে সময় থাকিতে থাকিতে কাজে লাগ।

প্রধান কাজ

"এই কাজ ভগবানের কাজ। এই কাজ তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ। তাঁহাকে আপন বলিয়া জানা এবং তাঁহার চরণে নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করা—ইহাই হইতেছে জগতের সেরা কাজ। অন্য সকল কাজ করিও, বাদ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আসল কাজের অনুগত রাখিয়া করিও। সংসার করিও, অর্থার্জ্জন করিও, দীন-দুঃখীর দৈন্য-দুঃখ বিদূরণের প্রয়াসে হাত দিও, স্বদেশ স্বাধীন করিবার পবিত্র প্রযত্নে রত হইও,—সব কাজই করিতে পার, কিন্তু প্রধান কাজটীর অনুগত থাকিয়া। ভগবানকে বিত্ত দিয়া সুখী করা যায় না, প্রেম দিয়া সুখী করিতে হয়। তাঁর চরণে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চুক্তিহীন, যুক্তিহীন, দাবীহীন আত্মসমর্পণই হইতেছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"

নামে নিষ্ঠার ফল

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের পরম পবিত্র নামে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা রাখিয়া চল। ইহারই ফলে সকল দিকের সকল পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। মানুষ যেখানে রুদ্ধ কারার লৌহ কবাট খুলিতে যাইয়া বারংবার বিফল হয় এবং কেবলই মাথা খুঁড়িয়া হতাশার তুষানলে জ্বলিয়া মরে, ভগবানের ইচ্ছা কটাক্ষের মধ্যে সেখানে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটায়। কোন্ তুচ্ছ একটী কারণকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোন্ বিরাট ব্যাপারের উদ্‌ঘাটন করিবেন, তাহা তোমার কল্পনা বা অনুমান করিবার সামর্থ্য কোথায়? তাঁহার বিরাট বিপুল ইচ্ছা ও কর্ম্মকে তুমি তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রতিভা দিয়া বেড়িয়া ধরিবে কি করিয়া? চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল উন্মাদনা দেখিয়া কখনও বিশ্বাস করিও না যে, তোমার জীবন-যজ্ঞের অবসান প্রেতের তাণ্ডবের ভিতর দিয়া হইবে। অবিশ্বাসীরা যখন নৈরাশ্যে ঢলিয়া পড়ে, তুমি তখন নামের সেবার মধ্য দিয়াই বিশ্বাসের অফুরন্ত বল সংগ্রহ কর এবং বিশ্বাসেরই বলে পুনরায় নামে নিষ্ঠাবান্

হও। জগতের সবই যে চঞ্চল, অস্থির, অনিত্য ও মায়াময়, নামের সেবার ভিতর দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি কর এবং নামের সেবার ভিতর দিয়াই প্রকৃত সত্যকে, নিত্যবস্তুকে, শাশ্বত, সনাতন, অবিনশ্বর মহাতত্ত্বকে, নিজের পরমাবলম্বন, পরমাশ্রয়, পরমশরণ বলিয়া গ্রহণে সমর্থ হও। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বাচালতা করিয়া নিজেকে নিঃশেষ করুক, কাব্য ও কল্পনা ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া হঠাৎ একদা থামিয়া যাউক, তুমি অনির্ব্বাণ উৎসাহে নামে লাগিয়া থাক।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি সিরাজগঞ্জ পৌছিয়াছেন। পাবনা জেলার পল্লীগ্রাম হইতে একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনার্থে আসিয়াছেন। বিশ্রামান্তে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। যুবক কোনও ধর্ম্মের প্রেরণায় আসেন নাই, আসিয়াছেন ব্যক্তিগত নানা সাংসারিক অক্ষমতার জ্বালায় জ্বলিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতে। যুবক বিবাহিত এবং দৈহিক অক্ষমতাই তাঁহার প্রধান উদ্বেগ।

দেহসম্পর্কে উদাসীন হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে দেহের ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন কর, নিম্ন দেশের চিন্তা একেবারে বিস্মৃত হও। নিম্নাঙ্গ-

সম্পর্কিত তোমার দাম্পত্য যত কর্ত্তব্য আছে, তা সম্পূর্ণ ভুলে যাও। মনকে ঊর্দ্ধসঞ্চারী করার ফলে নিম্ন অঙ্গের যে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আসবে, তা থেকেই তার দুর্ব্বলতা দূর হবে। রোগের উপরে দুশ্চিন্তার সার প্রয়োগ কর্‌লে রোগ না ক'মে কেবল বাড়ে। দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ-রূপে উদাসীন হ'য়ে দেহাতীত তোমার যে ব্রহ্মসত্তা, তার উপরে সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। দেহটা একটা খাঁচা মাত্র। এই খাঁচাটা কারো হয়ত সুঠাম সুগঠিত, কারো হয়ত অগঠিত বা দুর্ব্বল; কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। সবল হোক্, দুর্ব্বল হোক্, এ খাঁচা একদিন ভাঙ্গবেই। সকলেরই ভাঙ্গবে। আমারও ভাঙ্গবে, তোমারও ভাঙ্গবে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মসত্তার লয়ও নেই, ক্ষয়ও নেই। সুতরাং তার উপরেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ কর।

দাম্পত্য জীবনে যৌগিক কৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিতান্ত দুর্ব্বল দেহকেও অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য-কালে কাজে আন্‌বার উপায় আছে। সে উপায় যোগীর হাতে। সব চেয়ে কম মূলধন নিয়ে বড় কারবার কত্তে জানে যেমন মাড়োয়ারীরা, সব চেয়ে কম সামর্থ্য নিয়ে বেশী কর্ত্তব্য সম্পাদনের কৌশল জানেন তেমন যোগীরা। যোগীদের কৌশল ভোগীদের হাতে পৌছুতে দেওয়া হয় নি শুধু কৌশলের অপব্যবহারের ভয়ে। গৃহস্থ যোগীরা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনেকেই সে কৌশল জানেন বা নিজেদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন। তোমরাও দাম্পত্য জীবনটাকে দেওয়া আর নেওয়ার জীবন জ্ঞান না ক'রে, যোগের জীবন ব'লে যদি গ্রহণ কর, তাহ'লে নিজেদের নিষ্কাম অনুশীলনের ভিতর দিয়ে অনেক যৌগিক কৌশল আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বে। মনকে ভোগেচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে নিতে পার্‌লে দুর্ব্বল দেহ দিয়েও সবল দেহের কাজ করান যায়। তবে এগুলি একান্তই অনুশীলন-সাধ্য ব্যাপার। হঠাৎ ক'রে কারো কিছু হয় না।

শক্তির তুমি আধার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগাচার্য্য এবং শাস্ত্রকারেরা খোলাখুলি এসব কৌশল তোমাদের শিক্ষা দিতে সাহস পান নি। কেননা, যোগের উপাদানকে তোমরা ভোগের উপকরণে পরিণত ক'রে স্বর্গের সুরভিকে নরকের পূতিগন্ধে রূপান্তর দিলে তখন উপায় হবে কি? মানুষের দেহের প্রত্যেকটা পরমাণুর ভিতরে এত শক্তি সমাহিত হ'য়ে আছে যে, একটা মাত্র পরমাণুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর্‌লে শত শত ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট ক'রে দেওয়া যায়। যেই নিজেকে তুমি অতি দুর্ব্বল ভাব্‌ছ, সেই তোমার শরীরের যে কোনও অঙ্গের একটা পরমাণুর শক্তি যদি পূর্ণতঃ জাগ্রত হয়, তাহ'লে শত ঐরাবত তার বেগ সাম্‌লাতেই পার্‌বে না। শক্তির তুমি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অফুরন্ত আধার, অথচ নিজ পরিচয় জান না ব'লে অন্তর ভরা কত তোমার হতাশা, কত তোমার বিষাদ, কত তোমার দৈন্য।

নিজের ব্রহ্ম সত্তায় মজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনের সকল গ্লানি দূর ক'রে দিয়ে নিজের ব্রহ্ম-সত্তায় মজ। নিজের দেহাতীত পরম মহিমার ধ্যানে নিমগ্ন হও। দেহের প্রয়োজন, দেহের দাবী সব এখন ভুলে যাও। নিজের অতীন্দ্রিয় সত্য জীবনের পানে প্রেম-ভরে তাকাও। তাতেই তোমার সকল বিপদ্ কাটবে, সকল বিষাদ ঘুচবে।

অনিত্যকে নিত্য কর

উক্ত যুবক প্রস্থান করিলে আমলা পাড়ার জনৈকা বিশিষ্টা ভদ্র মহিলা তাঁহার পুত্রের সম্পর্কে কতকগুলি উদ্বেগজনক ব্যাপার শ্রীশ্রীবাবামণি চরণে নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাগো, মাতা হিসাবে পুত্রের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য অসীম। কিন্তু ভক্ত হিসাবে ভগবানের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তার চেয়েও বৃহৎ, তার চেয়েও মহৎ। স্বামী, পুত্র এবং পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য যখন ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্যের পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়াবে, তখন ভগবানের প্রতি

কর্ত্তব্যকে উর্দ্ধে স্থান দিয়ে অপর সকলের প্রতি কর্ত্তব্যকে তার অধীন ক'রে নিতে হবে। স্বামী, পুত্র বা পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ দুদিনের, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ নিত্যকালের। তবে, যে স্বামী, যে পুত্র বা যে পরিজন তোমার ভগবৎ-কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়ক, তাদের সঙ্গে ক্রমশঃ অনিত্য সম্পর্কই নিত্য সম্পর্কে পরিণত হয়ে যায়। অনিত্য জগৎকে বর্জ্জন তোমার লক্ষ্য হবে না, তোমার লক্ষ্য হবে অনিত্যকে নিত্যে পরিণত করা, অস্থিরকে চিরস্থির করা, মরণশীলকে অমর করা, ধ্বংসশীলকে সনাতনে রূপান্তরিত করা, পরিবর্ত্তনশীলকে শাশ্বত বস্তুতে পরিণত করা। তোমার স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, বধূ হওয়া, কন্যা হওয়া সবই মা এই মহৎ উদ্দেশ্যে, জান্‌বে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

স্ত্রীর প্রতি বনাম মাতা-পিতার প্রতি কর্ত্তব্য

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কষ্ট তুমি কাহারও মনেই দিও না। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাতা-পিতার মনে কষ্ট দেওয়া যেমন অন্যায়, মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীকে অসঙ্গত ভাবে শাসন

করাও তেমন অন্যায়। কর্ত্তব্য করিবে, কিন্তু কাহারও প্রতি অন্যায় করিও না।

"সংসার এক বিচিত্র গোলক-ধাঁধা। এখানে ঢুকিয়া নিজের কর্ত্তব্য-নির্ণয় সঠিক ভাবে করিতে পারা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। একজনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধিতে গেলে অপর জনের প্রতি অবিচার করা হয়। এইরূপ দ্বৈধ-সঙ্কটে পড়িয়াও চেষ্টা রাখিও যেন কাহারও প্রতি অনুচিত ব্যবহার না করা হয়। নিজের শক্তিতে বুদ্ধি স্থির করিতে না পার, পরম-শরণ ভগবানের শরণাপন্ন হইও। একান্ত ভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনিই সকল বিপত্তির জটিল গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিবেন।

"সংসারের কাহারও উপরেই কোনও দাবী রাখিও না। কাহারও কাছ হইতে কিছু পাইবার তোমার অধিকার আছে, এইরূপ প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দাও। কিন্তু সাবধান, এই অপ্রার্থী অপ্রত্যাশা মনোভাবের কথা মুখের বচনে বা লেখনীর মুখে কখনও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। কেননা, তাহা করিলে গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। তুমি যে প্রত্যেককেই সেবা দিতে বাধ্য এবং এই কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাওয়ার ভিতর দিয়াই যে তোমার পূর্ণতর জীবনের বৃহত্তর পরিতৃপ্তির বিকাশ ঘটিবে, এই ভাব লইয়া সংসারে নির্ব্বিষয় যতির মত চলিবে। যে নিষ্কিঞ্চন, সে বড়ই সুখী। যে নিজে কিছু না চাহিয়া অপরের অভাবই

পূরণ করিয়া যায়, সে আরও সুখী। সংসারে প্রকৃত সুখী হইবার চেষ্টা কর। বৃথা দ্বন্দ্ব-কলহের বর্ব্বরোচিত কোলাহলের মধ্যে গিয়া গড়াইয়া পড়িও না।

"সংসারে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, কন্যা এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের তারতম্য আছে এবং কর্ত্তব্যের প্রকার-ভেদ আছে। বিচারের দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা পাইবে। নিজ বিচারে যেখানে সিদ্ধান্ত আসিবে না, সেখানে ভগবানের কাছে সিদ্ধান্ত চাহিবে। অথবা, উৎকৃষ্টতর উপদেশ দেই যে, জীবনকে এমনই ভাবে ভগবন্মুখী কর, যেন তোমার প্রত্যেকটী বিচার, প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁরই অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়া চলে। তাঁহার চরম আত্মদানের ভিতর দিয়া এই অসাধ্য সাধন হয়।"

বিশ্বময় গুরু

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একই গুরু নিখিল বিশ্বে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আছেন। ঠিক্ ঠিক্ যে গুরু চিনিয়াছে, সে ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। যে এক স্থানে ডুব দেয়, সে সকল স্থানে গুরুকে এক সঙ্গে পায়,—

'এক সাধে ত' সব সাধে,
সব সাধে সব যায়।'—ইহা মহাপুরুষ-বাণী।

একটী স্থানে প্রাণ ডুবাও। তোমার জীর্ণ কুটীর-অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ঐ ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চের তলে যে কোটি শুক্রাচার্য্য, কোটি বৃহস্পতি, কোটি জগদগুরু একত্র অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। বিশ্বময় গুরুর সাক্ষাৎকার এই ভাবেই হয়। ঐ যে একজোড়া খড়ম নিয়া ঠাকুর-ঘরে বসাইয়াছ, তাহার একটা কোণায় জগতের সকল গুরুর শুভ-সমন্বয় ঘটিয়াছে জানিও। চাক্‌চিক্য আর আড়ম্বর, ঘটা আর জটা দেখিয়া তোমার দৃষ্টিকে অন্য দিকে চালিত করিও না। সবকিছু একটী স্থানেই পাইবে। শুধু মন দিয়া প্রাণ দিয়া হৃদয় দিয়া উৎসাহ লইয়া আবেগ ভরে আবেশ ভরে নামের সাধন করিয়া যাও। লাগিয়া থাক, মাগিয়া খাইবে না, বিশ্বকে প্রেমের পীযূষ বিতরণ করিতে পারিবে।"

আত্মা ও ভালবাসা

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের গোচর-বস্তু সমূহের মধ্যে জগতে ভালবাসাই একমাত্র সত্য বস্তু। আর কিছুই সত্য নহে। কাহাকেও ভালবাসার মানেই হইতেছে সত্যকে পাওয়া। যতটুকু ভালবাসিলে, জানিবে, সত্যকে ততটুকু পাইয়াছ। ভালবাসা অক্ষয় বস্তু। ভালবাসার লয় নাই, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় নাই, প্রকাশ আছে, ভালবাসার মৃত্যু নাই। আত্মার জন্মও নাই,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মৃত্যুও নাই। আত্মার সহিত ভালবাসার তফাৎ এইখানে। অথবা বলিতে পার, ভালবাসা আত্মার জ্যোতিঃ। আত্মা আত্মাকেই ভালবাসে, দেহকে নহে। ভালবাসার পাত্রের সহিত সম্বন্ধও নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। আমার দর্শন-শাস্ত্র ভালবাসার,—বৈরাগ্যেরও নহে, মায়ারও নহে। ভালবাস তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা উভয়ের ঊর্দ্ধে থাকিয়া।

গুরুভ্রাতা কে

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এ স্থানে তোমরা সমদীক্ষিত ব্যক্তি অল্প আছ। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন গুরুভ্রাতা আছ, তাহাদেরই ভিতরে একটা ঐক্যের নৈকট্য ও আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হইবে। কেননা, ইহাদের মধ্যে এক দিকে তুমি যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ, তেমন তোমার দীক্ষাও সকলের আগে হইয়াছে। আমার মহিলাশিষ্যদের ভিতরে শ্রীমতী সা—সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা পায়। ইহাও অন্যতম গৌণ কারণ যেজন্য সে আমার শিষ্য-প্রশিষ্য-জগতে সকল মহিলাদের স্বাভাবিক জ্যেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীমতী সা— তাহার জ্যেষ্ঠত্ব অটুট রাখিবার জন্য সকলের জন্য সেবাহস্ত প্রসারণে এখনই যত্নবতী হইয়াছে। তুমিও তদ্রূপ কর। সেবা দিতে গিয়াই দেখিবে যে, প্রকৃতই তুমি শ্রেষ্ঠ। সেবা বড়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নহে, সেবকই বড়। কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতাদিগকে তুমি কোন্ সেবা প্রদান করিবে? রুগ্ন হইলে মলমূত্র কাঁচানই সকল সময়ে সেবাপদবাচ্য হয় না। গুরুভ্রাতার প্রতি গুরুভ্রাতার সেবা হইতেছে সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুনিষ্ঠা, সাধন-নিষ্ঠা ও তপো-নিষ্ঠা বর্দ্ধন। তুমি তোমার পরমার্থ-ভ্রাতাদের মনের ভিতরে সাধনার প্রদীপ্ত অনুরাগ সৃষ্টি কর। তবেই তুমি তাহাদের গুরুভ্রাতা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবার যোগ্য হইবে। এক ভ্রাতা যদি অপর ভ্রাতার নিষ্ঠা না বাড়াইয়া নিষ্ঠা কমাইল, তবে সে ভ্রাতা ত' নহেই বরং বধযোগ্য শত্রু হইল। তাহার প্রতি করিবে আততায়ীর প্রতি যোগ্য ব্যবহার,—বন্ধুতা সংরক্ষণ নহে, মিষ্ট ভাষণ নহে, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রদর্শন নহে, পরন্তু যাহারা গুরুভ্রাতা হইয়াও সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করে না, তাহাদিগকে সাধন-ভজনে আগ্রহশীল করিবার জন্য তোমার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের সাধন-ভজনে ক্ষতি করিয়া নহে, পরন্তু নিজের সাধন-ভজন জোরসে চালাইয়াই তাহাদের বহির্ম্মুখ বিক্ষিপ্ত মনকে সাধন-ভজনে অনুরাগী করিতে হইবে। এইটাই হইল গুরুভ্রাতার প্রকৃত লক্ষণ। অনেকে আছে, গুরুভ্রাতার পরিচয়ে নানাবিধ বহির্ম্মুখ কর্ম্মের জন্য অর্থসংগ্রহে যথেষ্ট উদ্যমের অপচয় করে, কিন্তু নিজেরাও গুরুদত্ত সাধন করে না, কিম্বা গুরুভ্রাতাদিগকে প্রকৃত সাধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করে না। ইহাদের যাবতীয় উদ্যম বহির্ম্মুখ হট্টগোল

ও আড়ম্বর সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ইহারা গুরুভ্রাতা হইয়াও গুরুভ্রাতা নহে। একথা সত্য বলিয়া জানিও। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার নাম করিয়া ইহারা অনেক সময়ে এমন অনুষ্ঠানও করে, যাহাতে অন্তরের শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়া যায়।

"সমবেত উপাসনার ও হরি-ওঁ কীর্ত্তনের উপলক্ষ্যে সকলকে একতাবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের ওখানে আমাকর্ত্তৃক দীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম বলিয়া তোমার হতোৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইবার প্রয়োজন দেখি না। আমার যে শিষ্য হইবে, বাহিরের লোককে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার কি আপত্তি থাকিতে পারে? যে ব্যক্তি হরি-ওঁ কীর্ত্তন আনন্দ সহকারে করিবে, যে ব্যক্তি অখণ্ড-স্তোত্র প্রেমভরে আবৃত্তি করিবে, সে যেই গুরুর ইচ্ছা শিষ্য হউক, কিম্বা কাহারও শিষ্য নাই হউক, তোমরা তাহাকে গুরুভাই বা গুরুবোন্ বলিয়া জানিবে। তাহার প্রতি ভেদবুদ্ধি করিবে না। আমি আমার জীবনে একটী দিনের জন্যও ভিন্ন সম্প্রদায়কে বা ভিন্ন সম্প্রদায়ীকে পর বলিয়া ভাবি নাই, আপনার আপন বলিয়াই নিরন্তর জানিয়াছি। তোমরা কেন পর বলিয়া জ্ঞান করতঃ দূরে সরাইয়া রাখিবে? তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই হওয়া প্রয়োজন যে, কেহ আমাকে মানুক বা না মানুক, আমি নিখিলের গুরু, সুতরাং নিখিল ভুবনের প্রত্যেক জীব তোমাদের গুরুভাই বা গুরুভগিনী। আমার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভিতরে গুরু-ভাব বা গুরু-বোধ নাই, আমি নিজেকে জগতের শিষ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং জগতের জীবের ভিতরে আমার পরম-প্রাণারাম গুরুকে দর্শন করিয়া বিকাশের অনুরূপ ভাবে যথাযোগ্য সেবা দিয়া থাকি বা দিতে উন্মুখ হই। কিন্তু শিষ্যই যদি হইয়া থাক, তোমাদের ভাব হওয়া উচিত এই যে, আমিই জগদ্‌গুরু এবং সকল জগৎ আমার শিষ্যরূপী পুত্র ও শিষ্যারূপিণী কন্যা, অতএব তোমাদের একান্ত আপন, একান্ত আত্মীয়, একান্ত হৃদয়ের ধন ও পরম আদরের বস্তু। এইরূপ উদার এবং বিশাল দৃষ্টিতে জগৎকে নিরীক্ষণ করিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তনে এবং সমবেত উপাসনায় ব্রতী হইবে, এইরূপ হৃদয়বল ও মনোভাব নিয়া পল্লীতে পল্লীতে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিবে, ওঙ্কার-মন্দির রচনা করিবে। গুরু কে, গুরুভাই কে, তাহা এইভাবে না চিনিলে তোমাদের জীবনের মহৎ প্লন্দব্দনক্ষ (লক্ষ্য) পূর্ণ হইতে পারিবে না।"

বিধবার সাধন-ভজনে পিতৃমাতৃ-বিরোধ বিমাতার প্রতি শ্রদ্ধা

একজন বিধবা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিধবা-কন্যাকে পিতামাতা সাধন-ভজনে উৎসাহ না

দিয়া বিরুদ্ধতা করিবে, ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত। যাহাকে পুনরায় বিবাহিত হইয়া সংসার-জীবনের আমোদ-আহ্লাদ করিয়া পরমায়ু-ক্ষয় করিতে দেওয়া হইল না, সে ভগবানের চরণাশ্রয় করা ব্যতীত তাহার জীবন-ভার বহন করিবে কি করিয়া এবং কিসের বলে? তোমার পিতামাতার ব্যবহারের বিবরণ শুনিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমি পিতৃ-মাতৃ বিরোধ করিতে তোমাকে উপদেশ দিতে পারি না। হোক না বিমাতা, তথাপি পিতারই অর্দ্ধাঙ্গিনী। আমি আমার কৈশোর বয়সে ঢাকাতে অধ্যয়ন করিতাম। সেখানে দেখিয়াছি, সাহা এবং বসাকের ছেলেরা নিজ নিজ পিতার রক্ষিতা বেশ্যাকে মাতৃ-জ্ঞানে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়াছে। স্বগৃহে রক্ষিতা নহে, একেবারে বাজারের মধ্যে রক্ষিতা। বিচারটা এই যে, পিতা দুশ্চরিত্র হইলেও পিতা, তিনি আদর্শ না হইতে পারেন কিন্তু পিতৃত্ব তাঁর কিছুতেই যায় না, তাঁর সহিত সন্তানত্বের সম্পর্ক অস্বীকার করিবার উপায় কিছুতেই নাই। উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পাইবার কালে এই পিতারই পরিচয় দিতে হইবে, ঋণের দায়ে ওয়ারেন্ট বাহির হইলেও এই পিতারই পরিচয় উহাতে লেখা থাকিবে। সুতরাং পিতা যদি অধর্ম্ম-বন্ধনের ভিতর দিয়াও কাহাকেও স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, সেই রমণী কুলটাই হউক, আর ভিন্ন জাতীয়া ও ভিন্ন

ধর্ম্মাবলম্বিনীই হউক, পুত্রের নিকটে সেও মাতা, সেও মায়ের প্রাপ্য পূজার অধিকারিণী। ঢাকার ছেলেদিগকে দেখিয়াছি, যে রক্ষিতা-মাতার হাতের ছোঁয়া জল তাহারা পান করিবে না, উৎসব-বিশেষের পরে গিয়া তাহাদেরও চরণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছে। পিতার রক্ষিতা রমণী সম্পর্কে যদি এত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার বিমাতা সম্পর্কে তুমি অন্তরে অশ্রদ্ধা পোষণ করিবে কি করিয়া? সুতরাং মা, বিরোধের পথে যাইও না। দ্রুত চেষ্টা কর, আর্থিক দিক্ দিয়া স্বাবলম্বিনী কিভাবে হইতে পার। যে বিধবা পরগলগ্রহ, তাহারই প্রতিকর্ম্মে আত্মীয় পরিজনেরা বিঘ্ন-বাধা সৃষ্টি করে। যে নিজের রুটি নিজে কামাই করিতে পারে, তার কাছে সকলেই সমীহ করিয়া চলে। দেখ চিন্তা করিয়া, অতি দ্রুত কোন্ পথে তুমি স্বাবলম্বিনী হইতে পার। গ্রামে গ্রামে আমি এমন প্রতিষ্ঠানের স্থাপন প্রয়োজন বোধ করিতেছি, যাহা গ্রামের বিধবাগুলিকে ধর্ম্মসম্মত কাজ দিবে, ধর্ম্মসঙ্গত অন্ন দিবে, কিন্তু নৈতিক বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হরণ করিবে না।"

অনাসক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান-গঠন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কর্ম্মীর অভাব অনুভব করিতেছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই দলে দলে লোক আসিতেছে আর যাইতেছে, খুব কম লোকই লাগিয়া থাকিতে পারিতেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক সমস্যা কতকটা মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে, মাত্র তাহারাই আকাশের এই নিয়তসঞ্চরমান মেঘমালার মধ্য হইতে দুইটী একটীর কাছে কিছু কিছু কর্ম্মরূপ বারি-বর্ষণ আদায় করিতে পারিতেছে। যোগ্যতা লইয়া প্রতিষ্ঠানে কয়জনে আসে? তাহাদিগকে যোগ্য করিতে করিতে তাহাদের মনে পড়িয়া যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানে কদন্ন-ক্লেশ অত্যধিক, তখন তাহারা অন্য ওজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়ে। একটা অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া নিতে নেতার যে কি অপরিসীম শ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব কে করে? অশিক্ষিত-পটুত্ব জগতে কয়জনের থাকে? অশিক্ষিত-পটুত্ব নামক বস্তুটী সর্ব্বকর্ম্মে খাটেও না। যাহা হউক, যে সব অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতেছ, তাহাদের প্রতিও প্রীতির দৃষ্টি রাখ। ভগবানই এসব বিষয় দিয়াছেন। তাঁর দেওয়া জিনিষ মন্দ হইলেও ভাল। একদিন এই প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যাইতে হইবে, জড় দেহও থাকিবে না, সহকর্ম্মী, সহধর্ম্মী, পৃষ্ঠপোষক বা বান্ধব সকলে পিছনে যার যার স্থানে পড়িয়া থাকিবে। সেই সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া একেবারে অনাসক্ত হইয়া কাজ কর।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভক্তিই সম্বল

অপর এক পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লিখিয়াছ,—ভক্তিই তোমার একমাত্র সম্বল। মাগো, এর চেয়ে বড় সম্বল জগতে আর কি আছে? এর চেয়ে বড় সম্বল আর কোন্ বস্তু পাইতে চাহ? দেবতারা, ঋষিরা, মানবশ্রেষ্ঠ তাপসেরা এই সম্বলটুকু পাইবার জন্যই জন্মে জন্মে ভগবানকে ডাকিয়াছেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন। এই মহাসম্বল হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না।"

সিরাজগঞ্জ

২৭শে আশ্বিন, ১৩৪১

মনোহারী-পট্টির একটী যুবক বগলে করিয়া কতকগুলি বই নিয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে, এই সকল পুস্তক তিনি পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে পাঠ করিতে দিয়া আসেন এবং সপ্তাহান্তে ফিরাইয়া আনেন। যুবকটীর এই জাতীয় অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন।

গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকথা ও সচ্চিন্তার প্রসারের জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে আমি অন্তরে অন্তরে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা পোষণ ক'রে আস্‌ছি। এখনো আমি আভাস পাই নি যে, সেই পরিকল্পনা কতদিনে কর্ম্মে রূপ পাবে। মনে কর, তোমার একটা ছাপাখানা আছে। সেই ছাপাখানাটিকে মূলকেন্দ্র ক'রে তুমি দেশের এক হাজার গ্রামে এক হাজারটী শাখা খুল্‌লে। সেই শাখাগুলির কাজ হবে তোমাকে মাসে একটী ক'রে টাকা পাঠান। তাতে মাসে তোমার একহাজার টাকা হ'ল। এক হাজার টাকা এক সঙ্গে পেলে ডবল-ক্রাউনের প্রায় ষাট ফর্ম্মার অর্থাৎ নয় শত ষাট পৃষ্ঠার একখানা বই বেরুতে পারে। * এভাবে প্রতি মাসে শাখাগুলি মাত্র এক টাকা ক'রে পাঠাতে লাগ্‌ল এবং প্রেস থেকে আট নয় শত পৃষ্ঠার সদ্‌গ্রন্থ মাসে মাসে যেতে লাগ্‌ল। ক্রমান্বয়ে যদি দশ বছর এভাবে কাজ চলে, তাহ'লে দেখা যাবে যে, এক হাজার গ্রামে এক হাজারটী বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'য়ে গিয়েছে। এই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় দু-চার সপ্তাহ পরে পরেই এক একবার ক'রে ঢোকে এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত ভূতের মত ঘাড়ে চেপে থাকে। তার পরেই আবার স'রে পড়ে।

* ১৩৪১ বাংলায় কাগজ এক রীম ৫্‌ পাঁচ টাকাতে এবং প্রতি ফর্ম্মা ছাপান আট দশ টাকাতে সম্ভব ছিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যুবক পরিকল্পনা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বলিলেন,—বাবা, আপনার যেরূপ বাগ্মিতা-শক্তি, তাতে আপনি যদি একবার শুধু আপনার এই পরিকল্পনাটীর প্রচারের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশটা ঘুরে আসেন, তাহ'লে এ পরিকল্পনা সফল হ'তে বেশী সময় লাগ্‌বে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বাবাহে, তা নয়। সবাই জানে আমি অযাচক, এজন্যই লোকের আমি অভয়দাতা। যেদিন আমার একটী ক্ষুদ্র বা অসতর্ক কাজকে যাচ্ঞা ব'লে ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ তোমরা পাবে, তন্মুহূর্ত্তে দেখো, আমার কাছে আর যাত্রীর ভিড় থাক্‌বে না। আমার চাওয়ার অপেক্ষা না রেখে নিজেরা যেচে যে জিনিষ দিয়েছ, সেদিন সেটাকেও আমারই যাচ্ঞার ফল ব'লে ব্যাখ্যা কর্ব্বে। এতে তোমাদের হবে সাধুনিন্দার পাপ, আমার হবে অনর্থক অপকর্ম্ম বৃদ্ধি। এজন্য শবরীর সহিষ্ণুতা নিয়ে কাল-প্রতীক্ষা কচ্ছি। যেদিন আমি বুঝ্‌ব যে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে না বেড়িয়েও একদিনে একটী হাজার গ্রামে আমি সমজাতীয় আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি কত্তে পার্ব্ব, এই বিরাট পরিকল্পনায় আমি হাত দিব সেদিন।

কিয়ৎকাল নিঃস্তব্ধ থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি ভাবে যে আমি দেশব্যাপী কাজ ক'রে যাচ্ছি, তার কি

তোমরা কোনও কল্পনা কত্তে পার? রহিমপুর আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠাতে হচ্ছে, পুপুন্‌কী আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীকে কোনো মাসে একশত কোনো মাসে পাঁচ শত টাকা দিতে হচ্ছে, এদিকে অবিরাম রেল ভাড়া আর ডাক খরচ মিটাতে হচ্ছে। কত স্থানে যাই, বক্তৃতা দেই, সভাস্থলের বাতির খরচটাও কোথাও কোথাও নিজের দিতে হয়, এমন কি দু-দশ জায়গায় টুল-টেবিল-চেয়ার টানাটানির মজুর খরচের ব্যবস্থা আমাকেই কত্তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় একটী ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখাইলেন। বলিলেন,—এই দেখ, ট্রাঙ্কের দশ আনা ভর্ত্তি হ'য়ে আছে হামান-দিস্তা, খলদণ্ড আর কতকগুলি ভেষজ-বস্তুতে। স্থানে স্থানে যাই, বিকালে বক্তৃতা করি, পাগলের মত আবেগ নিয়ে মানুষ বক্তৃতা শুন্‌তে আসে, রাত্রে ব'সে ঔষধ তৈরী করি আর প্রাতঃকালে একদিকে দেই যৌগিক আসন মুদ্রার শিক্ষা, অপর দিকে শত শত লোককে বিনামূল্যে মস্তিষ্ক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেই, অনেককে বিনামূল্যে ঔষধও দেই এবং তার মধ্যে দুই-এক জন হয়ত দু-পাঁচটী টাকা দেয়। তাই দিয়ে যে ব্যক্তিকে এত বড় বিরাট ব্যয় চালাতে হয়, তাকে কালপ্রতীক্ষা কর্ত্তেই হবে বাছা। দেশভ্রমণের কঠোর শ্রমে ক্লান্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে আশ্রমে যাই এবং যে কয়দিন থাকি, সে কয় দিন কেমন বিশ্রাম করি, তা' বুঝে নাও বাছা আমার হাতের আঙ্গুলের কড়াগুলা দেখে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ডাইরি দেখাইলেন এবং বলিলেন,—দেখ, এখান থেকে দক্ষিণ-বঙ্গ ঘুরে আমাকে চাঁদপুর পৌছুতে হবে ১৫ই কি ১৬ই কার্ত্তিক, আর পুপুন্‌কীতে গিয়ে ১৮ই কার্ত্তিক থেকে ২৩শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ছয়টা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, পাথর ভেঙ্গে, ইট কেটে ২৫শে কার্ত্তিকের মধ্যে চাঁদপুরে ফিরে এসে পৌছুতে হবে। তারপরে সুরু হবে ঢাকার বক্তৃতা, বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সামনে দাঁড়িয়ে বাগ্‌বিলাস। এই দেখ বিজ্ঞাপনের খস্‌ড়া, দু-চার দিনের মধ্যেই প্রেসে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই দেখ, নিজের হাতে কাঠের ব্লক দৈনিক একটু একটু ক'রে খোদাই কচ্ছি, তাতে বল্‌তে হবে যে, ঢাকার লোকে জীবনে কখনও এমন বক্তৃতা শোনেন নি,—নইলে নাকি শ্রোতাই হবে না। ঢাকার লোক ধীমান্, বুদ্ধিজীবী, দাম্ভিক এবং আত্মগর্ব্বী, তারা অপরের গর্ব্ব দেখ্‌লে সেই গর্ব্ব ভেঙ্গে আমোদ করার উৎসাহেই নাকি জড় হবেন। অন্যভাবে তাদের নাকি জড়ই করা যাবে না। অন্ততঃ ঢাকা থেকে নানাজনের যে সব পত্র পাচ্ছি, তাতে একথা স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

নিত্যপাঠের প্রচলন

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু থাক্ ওসব কথা। আমার পরিকল্পনার কথা শোন। আমার ইচ্ছা করে

কি, জানো? কতকগুলি সদ্‌-গ্রন্থের নিত্যপাঠের প্রচলন করা। যেখানে যেখানে হাইস্কুল, মাইনরস্কুল বা চতুষ্পাঠী আছে, সেখানেই আবৃত্তির প্রতিযোগিতা ক'রে আগে উত্তম পাঠককে খুঁজে বের ক'রে নেওয়া। সে যদি দরিদ্র ছাত্র হয়, তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হ'ল, তাকে মাসে মাসে পাঁচ কিম্বা দশটী টাকা দিয়ে সাহায্য করা এবং প্রত্যহ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে সে সকলের সমক্ষে দুই ঘণ্টাকাল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ক'রে যাতে শুনায়, তার ব্যবস্থা করা। সহরের পার্কে, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা দুর্গামন্দিরে বা হরিসভার অঙ্গনে লোকে চা-চুরুট-তামাক সেবন ও তাস-পিটান ছাড়া সৎকাজ কিছু করে না। প্রত্যহ সেই স্থানে সদ্‌গ্রন্থ পাঠের প্রচলন কত্তে হবে। শুধু ঘরে ঘরে বই দিয়ে আস্‌লেই যথেষ্ট হ'ল না। অনেক লোক আছেন, যাঁরা পড়তে আলস্য বোধ করেন, কিন্তু শুনতে ভালবাসেন। অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যহ শুনাতে শুনাতে শুন্‌বার আগ্রহ বহুলোকেরই সৃষ্টি করা যায় এবং তাই আমাদের কত্তে হবে। আমার বক্তৃতাগুলি লক্ষ্য করেছ ত'? ঠিক্ ঘড়ির কাঁটায় বক্তৃতা সুরু করি। আজ যদি সাড়ে পাঁচটায় সুরু হয়, তবে কাল পাঁচটা একত্রিশ মিনিটে সুরু হবে না। দু-তিন দিন শুন্‌তে শুন্‌তে শেষে শ্রোতাদের এমন একটা অভ্যাস এসে যায় যে, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে ইচ্ছা ক'রেও ঘরে ব'সে থাকতে পারেন না, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ দিনে ত' বক্তৃতা না থাকলেও বক্তৃতার জায়গায় সময় মত একবার ঘুরে যাওয়া

চাই। মানব-মনের এই স্বভাবকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই জন্যই গ্রামে গ্রামে নিত্যপাঠের প্রবর্ত্তনকে আমি এক অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। কিন্তু এখন এ জ্ঞান একা হয়ত আমিই কচ্ছি। হাজার হাজার লোকে যখন এ জ্ঞান করবে, তখন ব্যাপক ভাবে নিত্যপাঠ প্রচলন অতি সহজ ব্যাপার হয়ে যাবে।

বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের সামঞ্জস্য

যুবক বলিলেন,—আপনি সেই দিকে একটু চেষ্টা দেন না কেন? আপনি যদি আপনার বক্তৃতার কালে এই বিষয়ে একটু বলেন, তা' হ'লে হয়ত অনেকেই একাজে উদ্যত হবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হয়ত হবেন। কিন্তু উদ্যম অস্থায়ী হ'তে পারে। আর আমি এক সঙ্গে এত কাজে হাত দিয়েছি যে, নিজে ক'রে দেখান ত' একরূপ অসম্ভব। তবু আমার মনে হয়, ক্রমশঃ নিত্যপাঠের প্রবর্ত্তন ব্যাপারটায় আমাকেই one-pointed devotion (একাগ্র লক্ষ্য) দিতে হবে। সম্মুখে একটা দিন আস্‌ছে, যেদিন আমার বক্তৃতার ভাষা রুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নিত্য পাঠের প্রবর্ত্তন হবে। আমার বহির্ম্মুখ সহস্র কর্ম্ম আমার অন্তর্ম্মুখ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ম্মগুলিকে বাধাই দিচ্ছে। আমি উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাতেই আপ্রাণ নিয়োজিত রয়েছি। ক্রমে ক্রমে বহির্ম্মুখতার উপরে অন্তর্ম্মুখতার পরিপূর্ণ বিজয় হবে। অর্থাৎ স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রকৃত মানে হ'ল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর চরণে পরিপূর্ণ-আত্মদান। অন্তরের সেদিন জয় হবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

সদ্‌গুরুর স্নেহ

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রতি আমার অন্তরের গভীর স্নেহকে কখনও ভুল বুঝিও না। কত বড় বিশাল স্নেহের খনি আমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টীর মাঝখানে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাহা আমি মুখের ভাষায় তোমাদের বোধগম্য করাইতে পারিব না। জননী সন্তানকে যতখানি ভালবাসে, প্রণয়ী প্রণয়িনীকে যতখানি ভালবাসে, মদ্যপায়ী মদিরাকে যতখানি ভালবাসে, বিষয়ী বিষয়কে যতখানি ভালবাসে, কাপুরুষ নিজ প্রাণকে যতখানি ভালবাসে, পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে যতখানি ভালবাসে, শিশু তার মাতৃক্রোড় যতখানি ভালবাসে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমার ভালবাসা তাহা অপেক্ষা অধিক, তাহা অপেক্ষা গভীর। তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোনও কারণ-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে বলিয়াই কোনও কারণেই এই স্নেহের লয় বা ক্ষয় সম্ভব নহে। আমার এই স্নেহ অহেতুক এবং সম্পূর্ণ স্বভাব-স

জীবনের পরমারাধ্যকে আমার আশ্রিত সন্তানদের ভিতরে খুঁজিয়াছি এবং তোমাদের ভিতরে তাঁহাকেই পাইয়াছি। এই কারণেই তোমাদের অশিষ্টতা, বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ, অনানুগত্য বা ঔদ্ধত্য আমার ভালবাসাকে কখনও বিনষ্ট করিতে পারে না। দ্রোহ করিয়া তোমরা যে নিজেদের অন্তর নিজেদের দ্বেষের অনলে জ্বালাইয়া ফেলিয়াছ, তাহাই আমার ব্যথার কারণ হইয়াছে, আমাকে যে তোমরা আঘাত করিয়াছ, এজন্য কখনও আমি ব্যথা অনুভব বা সঞ্চয় করি নাই। আমার এই স্নেহ-সরল প্রেম-সরস স্বরূপ তোমাদের অভি-দর্শনে আসিতেছে না কেবল তোমরা সাধন কর না বলিয়া। সাধন-ভজনে একাগ্র হইলে সাধন-লব্ধ নিস্তরঙ্গ মনে আমার প্রেমের মলয়-হিল্লোল চন্দন-সুরভি-সহ উপলব্ধিতে আনিতে পারিবে। কর্ম্মীর সাজ পরিয়া আমি গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছি, তাই তোমরা আমার কর্ম্ম-কঠোর রুদ্র মূর্ত্তিকে দেখিয়াই থমকিয়া যাইতেছ, আমি যে স্বরূপতঃ প্রেমিক, প্রেমই যে আমার স্বভাব, আমার নিজ স্বভাবের ভিতর দিয়াই যে তোমাদের সহিত আমার নিত্যকালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, একথা বুঝিতে পারিতেছ না। এই কারণেই আমি আজ তোমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বহিঃকর্ম্মে

আমার সহিত সহযোগ দিতে আসিবার আহ্বান করার চাইতে নিজ নিজ সাধনে একান্ত ভাবে নিমগ্ন হইবার জন্য উপদেশ, উৎসাহ, প্রেরণা, আদেশ ও অনুদেশনা প্রদান অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। গুরুকে দেখিয়া বাবা গুরু চিনিতে পারা যায় না, গুরুকে চিনিতে হয় নিজেকে দেখিয়া। তোমার নিজের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়া নিজের মূর্ত্তি আগে প্রত্যক্ষ কর, তখন গুরুকেও চিনিবে, সদ্গুরুর অপার অসীম অকৃত্রিম অনাবিল অনবদ্য ও অপূর্ব্ব স্নেহের প্রকৃত মর্ম্মও বুঝিবে। তোমরা আমার কর্ম্ম দেখিয়াই 'থ' মারিয়া গিয়াছ, মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলে কোথায়, কবে এবং কতক্ষণ?"

পাপমুক্তির উপায়

অযোধ্যা ফয়জাবাদ-প্রবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জানিও, নামই সর্ব্বপাপের মুক্তিবিধাতা। যদি নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, নির্ম্মল থাকিতে চাহ, তাহা হইলে একমাত্র নামকেই চিরাবলম্বন কর। পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ পাপ বারংবার তোমাকে কবলগত করিবার চেষ্টা করে ত' করুক। তুমি নাম ছাড়িও না, নাম ভুলিও না। পাপ তোমাকে যত প্রবল ভাবে নিজ কুক্ষিগত করিবার জন্য অধঃপানে আকর্ষণ করিবে, তুমি তত অধিক আগ্রহ, উদ্যম, দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে ভগবন্নামের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রজ্জু আকর্ষণ করিতে থাকিবে। দীক্ষাযোগে নামের দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভয় আশ্রয়ের সহিত তুমি নিত্য কালের জন্য বাঁধা হইয়া আছ। চিরকালের জন্য অধঃপতিত তুমি থাকিতে পার না। চিরকালের জন্য পাপের ক্রীড়নক রূপে তোমার জীবন চলা অসম্ভব ব্যাপার। তোমার উত্থান ও অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তুমি নামের অস্ত্রে পাপের সহিত যুদ্ধ কর। একবারের জন্য বা ক্ষণকালের জন্যও তুমি অস্ত্র ত্যাগ করিও না। বারংবার ভূপতিত হইয়াও আত্মসমর্পণের কল্পনা পরিহার করিয়া চলিবে।"

নাস্তিক বনাম ভগবান্

নোয়াখালী-সন্দ্বীপ নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবান্ এত কঠোর-হৃদয় নির্ম্মম নহেন যে, ভগবানকে অস্বীকার করিলেই তিনি শাস্তি দিবেন। তিনি অবিবেচকও নহেন। তিনি একথা বুঝিতে সমর্থ যে, যাহারা তাঁহাকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহাকে স্বীকার না করিলে, তাহা অস্বাভাবিক হয় না। বলিতেছ, কেবল শাস্তির ভয়েই ভগবানকে অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাক। সকলের পক্ষে একথা সত্য নহে। ভগবান্ অস্মিতাবোধ-রূপে অতি সূক্ষ্মভাবে তোমারই অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। সেই কারণেই তুমি তাঁহাকে বারংবার অস্বীকার করিতে গিয়াও স্বীকার করিয়া

ফেল। তিনি যে নাই, এই যুক্তি দিতে বসিয়াও তিনি আছেন, এই সিদ্ধান্তই করিয়া বস। তাঁহাকে দেখিতে শুনিতে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছ না বলিয়াই তাঁহাকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি তোমার হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তাঁহাকে না পাইলেও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অপ্রকাশিত, অস্পষ্ট ও অস্ফুট অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তোমার ভিতরেই রহিয়া গিয়াছে। তাই অস্বীকার করিয়াও শান্তি পাও না, মনে হয় যে সত্য পথে যেন চলিলে না, সত্যকাজ যেন করিলে না। ইহা শান্তিভয় নহে।

"ভগবানকে স্বীকার করাকে যদি প্রথার দাসত্ব বলিয়া মনে করিতে চাও, কর। ভগবানকে নিয়া জগতে বিচিত্র মত থাকিবেই। তাঁকে বাদ দিবার চেষ্টাও তাঁকে লইয়াই, জানিও। তাঁকে ছাড়ার মানেই হইতেছে, প্রকারান্তরে তাঁকে ধরা। এখন নিজের অন্তরের রুচি অনুযায়ী চল এবং শুদ্ধ মনে শান্ত চিত্তে সৎ জীবন যাপনে চেষ্টিত থাক। অপরের অশুভ সম্পাদন না করিয়া নিজের শুভ সাধনে ব্রতী হও। কালক্রমে তোমার তথাকথিত নাস্তিক চিদাকাশে ভগবদ্‌রূপ পূর্ণচন্দ্রমার উদয় স্বভাব-বশেই হইবে। মতে, বাক্যে, কার্য্যে সততা রক্ষা করিয়া চল,—সেই সততার ভিতর দিয়াই পরম মমতাময় শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাহার জন্য যুক্তি বা শাস্ত্র ঘাটিতে হইবে না, বা পরমতামত আলোড়ন করিতেও হইবে না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরমেশ্বর নিজ কৃপাবশেই তোমার অন্তর্লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া নিজের বিমল বিভার বিকাশ করিবেন।"

সদ্‌গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ

ময়মনসিংহ-সিংরৈল-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার একান্ত অনুগত-চিত্ত সন্তানদের কাছ হইতে আমি ক্ষণকালের জন্যও দূরে অবস্থান করি না। তোমাদের মধ্যে যাহারা সাধন করিতেছ, তাহারা এই কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে। অসাধক সন্তান-সন্ততির পিতার এজগতে দুঃখের কোনও অন্ত-অবধি নাই। সর্ব্বদা কাছে কাছে পাছে পাছে থাকিয়াও সন্তানের নিকট হইতে দূরে অবস্থানের ক্লেশ বলিবার নহে। অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, দোষদর্শী, অসাধক সন্তানেরা পিতার এই ক্লেশের, এই বেদনার কারণ হইয়া থাকে। স্নেহময় পিতা নিজ স্নেহ-গভীরতায় ইহা সহ্য করিয়া নিয়া থাকেন, কিন্তু সন্তানের তাহাতে কি লাভ হইল? বড় মধুর কণ্ঠে তোমরা 'বাবা' বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক। তোমাদের অনেকের পত্রের ভাষায় পীযূষের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। কথায় এবং লেখায় এমন প্রেমামৃত পরিবেষণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা অন্তরের সজাগ উপলব্ধিতে নিজেদের ভিতরে সেই প্রেমামৃতের প্রকৃত আস্বাদন না কর, তবে তোমাদের আর আমার নিত্য সম্বন্ধকে সত্য করিয়া স্বীকার

করা হইল কোথায়? আমি অনুক্ষণ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান। তোমরা সাধন করিয়া সেই সত্য অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া নির্ভয় হও।"

উপাসনানুষ্ঠানে ভোগের নৈবেদ্য

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি যে তোমাদের সমবেত উপাসনায় নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়াকে চিরাচরিত এবং বাধ্যকর নৈবেদ্য-রূপে ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নারিকেল সহজ-লভ্য এবং সস্তা। খৈ বা লাজের সহিত আমাদের প্রাচীন কালের মাঙ্গল্য-স্মৃতি বিজড়িত আছে। নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়া অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব দিনেও তৈরী করিয়া শুচিভাবে রক্ষা করা যায়। ইহার ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উপাসনা-অনুষ্ঠান সুরু হইতে কোনও অসুবিধা ঘটে না। ফল, মূল, লুচি, মালপোয়া প্রভৃতি করিতে গেলে কতক সময় ঐসকলের সজ্জীকরণ বা প্রস্তুত-করণ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যাইবেই। এই কারণেই তোমরা আমার প্রবর্ত্তিত এই নিয়মকেই মানিয়া চলিও। সময়-নিষ্ঠার হানি না করিয়া কেহ বাহুল্য বা বৈচিত্র্য করিতে চাহ, করিতে পার, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়া একান্তই বাধ্যকর জানিও। পশ্চিমাঞ্চলে নারিকেল মিলে না। সেই সকল দেশে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নারিকেলের নাড়ুর পরিবর্ত্তে সহজে লভ্য কোনও প্রকার মণ্ডার প্রবর্ত্তন ঘটিতে পারে। প্রসাদ বিতরণ-কালে প্রসাদ সুবিধাজনক ভাবে বিতরিত হইতে পারে এবং ব্যয় অল্প পড়ে, সেই দিকে তাকাইয়াই নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়াকে বাধ্যকর করিয়াছি।

উপাসনায় সুর-সংযোগ

"নিত্য উপাসনায় কোনও মন্ত্রই সুর-সহযোগে করা বাধ্যকর নহে। তবে চঞ্চল মনকে সহজে এককেন্দ্র করিবার উপায়-স্বরূপে গুরুস্তোত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী, অখণ্ড-স্তোত্র, জপসমর্পণ, হরিওঁ কীর্ত্তন প্রভৃতি সবই সুর-সহযোগে করিলে করিবে। অন্যথা সুরুতে শুধুই গুরুস্তোত্র এবং শেষে শুধুই হরিওঁ কীর্ত্তন সুর-সহযোগে করিতে পার। কিন্তু সমবেত উপাসনায় জগন্মঙ্গলসঙ্কল্প এবং নামজপটুকু ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রই সুর-সহযোগে হইবে এবং যে মন্ত্রের বা স্তোত্রের জন্য যে সুর নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, ঠিক্ সেই সুরেই এবং যে স্তোত্রের যে অংশটুকু সমবেত উপাসনায় বিহিত, মাত্র সেইটুকুই করিতে হইবে। ইহার উপরে কোনও পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন চলিবে না।

ইষ্টপূজার উপচার

"নিজ ইষ্টকে ফুল দিয়া পূজিবে, না তুলসীও দিবে, না

বিল্বপত্রও দিবে,—এই সকল নিয়া কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসারই হেতু দেখি না। নিজের প্রাণের ঠাকুরকে পূজা করিতে প্রাণের রুচিকেই অনুসরণ করিবে, তবে ভ্রূ-মধ্যে ফোঁটা দিতে, শ্বেত-চন্দনই ব্যবহার করিবে, রক্ত-চন্দন নহে। ওঙ্কার-বিগ্রহ তৈরী করিতে শ্বেতবর্ণেই করিবে, অন্য কোনও বর্ণে নহে। উপাসনাকালীন উত্তরীয় যদি সম্ভব হয়, শ্বেতবর্ণই করিবে, অবশ্য এই বিষয়ে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কে কিরূপ উত্তরীয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহার উপরেই ইহা নির্ভর করিবে। তবে, রুচি রাখিতে হইবে শ্বেতবর্ণের দিকে। কোনও সমবেত-উপাসনার অনুষ্ঠানে সকলেরই উত্তরীয় শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা এক গম্ভীর শোভার বিস্তার করিবে, সন্দেহ নাই। নগরসঙ্কীর্ত্তন-কালে পর্য্যন্ত সকলেই শ্বেত-শুভ্র বস্ত্রাদি পরিহিত হইলে তাহাও এক আশ্চর্য্য শোভার বিস্তার করে।"

ভদ্রব্যবহারের আত্মপ্রসাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার নিজ-প্রতিষ্ঠিত কোনও আশ্রমের একজন প্রধান কর্ম্মীকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"মানুষের সহিত ভদ্র ব্যবহারের প্রয়োজন যে তোমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না এবং সামান্য একটু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিলেই নিজেদের পদবীর অনুযায়ী গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়া কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়িয়া মানুষের সঙ্গে অনেক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতেছ, ইহা আমাকে বিশেষ মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। হাসিমুখে কথা কহিবার বা মানুষের অন্তরের তৃপ্তির দিকে চাহিয়া নিজের কঠোর কর্ত্তব্যকেও মধুর করিয়া নিবার ভিতরে যে কত বড় আত্মপ্রসাদের খনি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তোমরা এততেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ কি না, তাহাও ত' বুঝিতে পারিতেছি না। একই ট্রেণে দশ জন যাত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছিলে বিদায়কালে অপরিচিত পথিকদের ভিতরেও পরস্পর অভিবাদন-বিনিময় কি চিত্তের আনন্দ-বর্দ্ধক নয়? দুই একবার এরূপ অভিবাদন-বিনিময় করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি? একজন তোমার গৃহে আসিয়াছে। সমাজের যেই স্তরে তার জন্ম, তাহাতে তাহাকে বসিবার আসন দেওয়ার প্রথাই এ যাবৎ সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেই অবজ্ঞাত অনাদৃত আগন্তুককে বসিবার জন্য একখানা আসন এবং স্নেহ-মধুর সাদর সম্ভাষণ করিয়া একবার দেখিয়াছ কি যে, অন্তরটা কতখানি গভীর আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়? টিকিট কিনিয়াই ট্রামগাড়ীতে বসিয়াছ। অপর লোকে পরে আসিয়াছে বলিয়া স্থান পায় নাই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই চলিতেছে। সেই সময়ে কোনও বৃদ্ধ, কোনও দুর্ব্বল, কোনও বালক বা কোনও স্ত্রীলোককে বসিবার জন্য নিজের আসনখানা ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলে অন্তরে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? ভদ্রব্যবহার করিবার

জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় না বাবা, অতি সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের মাত্র প্রয়োজন হয়। অপরের কিসে সুখ বা সুবিধা হইবে এবং পৃথিবীর কাহারও ক্ষতি না করিয়া অপরের কিসে আনন্দ-বর্দ্ধন ঘটিবে, মাত্র এই সম্পর্কে একটুখানি খেয়াল প্রয়োজন।"

ভগবান্‌কে ডাকিতে লাঞ্ছনা

চট্টগ্রাম-মীরসরাই-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে ডাকিবার পথে যত বাধা যত বিঘ্নই আসুক মা, গ্রাহ্যে আনিও না। সৎকাজেই ত' মা উৎপীড়ন সহ্য করা সঙ্গত। মন্দ কাজ করিয়া উৎপীড়ন সহিবার ভিতরে গৌরব কোথায়? চতুর্দ্দিকের বিপত্তি যতই ঘনাইয়া আসিবে, ভগবান্‌কে ডাকিবার জেদ মা তুমি তত চড়াইবে। তাঁকে ডাকাই যে তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ, একথা নিমেষের তরেও ভুলিবে না বা মনকে তাহা ভুলিতে দিবে না। ভগবানকে ডাকিবার পথে যিনিই উৎপীড়ন করুন, তাঁহার শক্তি যতই প্রবল হউক, তোমার উপরে তাঁহার পার্থিব অধিকার যতই সর্ব্বজন-সম্মত হউক, তিনি স্বামী হউন, তিনি পিতা হউন, তিনি সামাজিক ভাবে শাসনের যত বড় অধিকারীই হউন, তিনি ভগবানের চেয়ে যে বড় নহেন, এই কথা মা স্মরণে রাখিয়া হাসিমুখে শান্ত মনে নির্ব্বিকার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চিত্তে সব অত্যাচার সহিবে। ভগবানকে ডাকিতে যাইয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাভ করাকে মহাসৌভাগ্য বলিয়া গণনা করিবে, যদিও বিনা লাঞ্ছনায় ডাকিতে পারিলে যাচিয়া লাঞ্ছনা বরণ করার কোনও অর্থ নাই।"

ধর্ম্মানুশীলন বনাম পরাধীন চাকুরী তথা স্বাধীন জীবিকা

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"পরাধীন চাকুরীতে থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্য করা যেমন কঠিন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিলেও যে তাহা অপেক্ষা কম কঠিন হইত, ইহা মনে করিও না। সুবিধা এবং অসুবিধা উভয় অবস্থাতেই সুপ্রচুর রহিয়াছে। চাকুরী দ্বারা জীবিকার্জ্জন-কারী ব্যক্তিকে প্রতি কার্য্যে মনিবের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে হয় বলিয়া মনে আনন্দ বা তৃপ্তি থাকে না, ইহা সত্য। কিন্তু স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনকারী ব্যক্তিকে চব্বিশটা ঘণ্টাই একমাত্র অর্জ্জনের ফিকিরে থাকিতে হয় এবং সর্ব্বক্ষণ নানা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইতে হয়। স্বাধীনতার যেমন সুখ আছে, তেমন দুঃখও আছে। ফলে, সাধন-ভজন করিবার জন্য অন্তরে প্রবল রুচি না থাকিলে এই ব্যক্তির পক্ষেও ধর্ম্মানুশীলনে রত হইবার অবসর হইয়া ওঠে না।

"দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেও একদল লোক চাকুরী দিবে, অপর দল লোক চাকুরী করিবে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনও সুদূর সম্ভাবনাও দেখি না। এমন কি সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প যদি রাষ্ট্রের হাতেও চলিয়া যায়, অর্থাৎ বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী যদি শ্রেষ্ঠতম সুব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু একদল কাজ করিবে, অপর দল কাজ করাইবে, একদল খাটিবে, অপর দল খাটাইবে, একদল হুকুম জারি করিবে, অপর দল হুকুম তামিল করিবে,—এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং তোমরা যে যেই অসুবিধার ভিতরে থাকিয়াই জীবিকা অর্জ্জন কর না কেন, ইহারই ভিতরে জোর করিয়া অবসর সৃষ্টি করিয়া লইবে এবং সেই অবসরটুকু ধ্যান, জপ, সাধন, ভজন, কীর্ত্তন, প্রচার, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুভূতিতে প্রকৃষ্ট ভাবে প্রয়োগ করিবে।"

গুরুভ্রাতাকে চিনিবার উপায়

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে স্থানে বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছ, তাহার চতুর্দ্দিকে তোমার বহু গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীরা আছে। কিন্তু তুমি চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না কিম্বা কাহারও সহিত তোমার পরিচয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্থাপিত হইতেছে না জানিয়া আমি মোটেই বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই। যাহারা দীক্ষা নিবার পরে আর সাধন-ভজনের নাম-গন্ধও করে না, তাহারা তোমার নিকটে আসিয়া গুরু-ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিবে কোন্ লজ্জায় আর কোন্ সাহসে? 'আমি অমুক পিতার পুত্র'—বলিয়া পরিচয় দিলেই ত' আর হইবে না, পুত্রত্ব যে সত্যই কিছু আছে, সাধন-প্রতিষ্ঠায় তাহার কিছু প্রমাণও ত' দিতে হইবে। বনচারী অর্জ্জুন নিজেকে পাণ্ডু-পুত্র বলিয়া জাহির করিলেই কি দ্রুপদ রাজা এবং সভাসদ্‌বর্গ তাহা মানিয়া লইতেন, যদি না লক্ষ্য ভেদের আশ্চর্য্য পরাক্রম তার সঙ্গে থাকিত? কেহই সাধন করে না, ভজন করে না, মাত্র বিপদে আপদে পড়িলে দুই একবার কাতরস্বরে নাম জপিয়া রেহাই পাওয়া মাত্র পুনরায় সংসারের নিকৃষ্ট জঞ্জালে মাথা গোঁজে। ইহারা কোন্ সাহসে তোমার কাছে আসিয়া বুক ফুলাইয়া বলিবে যে, তাহারা তোমার গুরুভাই?

"আরও একটা কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক পরিচয় দিবার জন্য বাধ্যকর কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। এক এক সম্প্রদায়ের তিলক ধারণের ব্যবস্থা এক এক প্রকারের। একজন রামানুজ-পন্থী শ্রীবৈষ্ণবকে, একজন নিম্বার্কপন্থী বৈষ্ণব হইতে বা একজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে বা একজন বল্লভী-ভক্ত হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিবার পক্ষে তাহার তিলক-সেবার বিশেষত্বটুকু

লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট। ভোলাগিরি বা আলেখ্ বাবার শিষ্যেরা গলায় তুলসী ধারণ করেন না, কণ্ঠ-বিলগ্ন একটী মাত্র রুদ্রাক্ষই তাঁহাদের পরিচয় দিয়া দেয়। তোমাদের জন্য এইরূপ কোনও বাধ্যকর ব্যবস্থা নাই। উপাসনা-কালে তোমাদিগকে ভ্রূমধ্যে একটী শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা দিয়া লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কোথাও কোনও কারণে শ্বেত-চন্দনের অসংস্থান ঘটে, তবে একটা জলের ফোঁটা মাত্র দিবার বিধান তোমাদের জন্য করা হইয়াছে। সেই শ্বেত-চন্দনের ফোঁটাটি যদি সঠিক ভাবে থাকে, তবেই তোমাদিগকে দেখিয়া বাহির হইতে অখণ্ড বলিয়া লোকে ধারণা করিতে পারিবে। কিন্তু উপাসনা-কালে ফোঁটাটি দেওয়া বাধ্যকর হইলেও, অপর সময়ে ফোঁটাটি রক্ষা করা বাধ্যকর হয় নাই। এই কারণেই বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া তোমরা গুরুভাই চিনিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইতেছ না।

"কিন্তু বাবা, নিজেরা যদি একাগ্র চিত্তে, অকপট প্রাণে নিজেদের সাধনে লগ্ন থাক, তাহা হইলে যোগীর চক্ষু তোমাদিগকে ছদ্মবেশের আড়াল হইতেও যে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এই কথা ভুলিয়া যাইও না। ফোঁটা-তিলকে নহে, বাহিরের চটকে নহে, অন্তরের সাধনের বল সম-সাধকদের অন্তরকে আপনি আকর্ষণ করিয়া আত্মীয়ের সহিত আত্মীয়ের পরিচয় স্থাপন করাইবে, আমার যে বাবা ইহাই অভিপ্রায়। গুরুভ্রাতা কথার অর্থ এই নহে যে, একই গুরুর কাছ হইতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধন নিয়াছ বলিয়াই তোমরা ভ্রাতা। গুরুভ্রাতা কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, একই সাধনে তোমরা নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছ বলিয়াই তোমরা ভ্রাতা কথাটা খুব দায়িত্বজ্ঞানের সহিত চিন্তা করিও। দলে দলে লোক তোমার গুরু-দেবের কাছ হইতে বা তাঁরই অনুবর্ত্তীদের নিকট হইতে মন্ত্র নিতেছে, আর তোমার গুরুভ্রাতাদের গোষ্ঠী পুষ্ট হইতেছে, এই ধারণা কখনও করিও না। দলে দলে লোক প্রকৃতই সাধন করিতেছে, তাদের নীরব, নিভৃত, গোপন ও আত্মপ্রচার-বর্জ্জিত সাধনের প্রভাবে দিকে দিকে ঐশী শক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে,—ইহাই গুরুভ্রাতার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত সার্থকতা।

"আর গুরুভ্রাতা কথাটাকে কেবলই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিও না। জগতের সকল গুরুই তোমার গুরুর সহিত অভেদ। জগতে শত শত গুরু আছেন, এই ধারণাই তোমরা রাখিও না। একই গুরু ভিন্ন ভিন্ন জন-সঙ্ঘের পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজনের দাবী পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকলের প্রদর্শিত পথেরই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে এমন একটা সঙ্গম-স্থান রহিয়াছে, যেখান হইতে সকল দিকের যাত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে একই পথের যাত্রী হয়। সেই সময়ে সাধন-সুরু-করার সময়ের সাধন-গত পার্থক্য আর কাহারও চোখে পড়ে না, সবাই যে একই পথের পথিক, সবাই যে

একই লক্ষ্যের লক্ষী, সবাই যে একই দয়িতের সঙ্গসুখলিপ্সু, সবাই যে একই উদ্দেশ্যে ধাবিত,—একথা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে প্রাণের কাছে ধরা পড়ে। এই সময়ে সকল মতের মতীরা একই পরম-গুরুর শিষ্য বলিয়া নিজেদিগকে অনুভব করে। এই সময়ে জগতের সকল সম্প্রদায়ীরাই পরস্পর পরস্পরের গুরু-ভাই। তোমাদের আদর্শ ইহা। তোমাদের চিন্তানুশীলন এই ধারায়। ইহা কখনও ভুলিও না।

"জগৎ হইতে নিত্য নূতন গুরুশক্তির বিকাশকে কি কেহ তরবারির আস্ফালনে রুদ্ধ করিতে পারিবে? না, পারিবে স্মৃতি-বচনের শাসনে? না, পারিবে অর্থনৈতিক কৌশল-বিশেষের বিস্তারে? না, পারিবে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব সংঘটনের দ্বারা? কিছুতেই তাহা পরিবে না এবং কখনই পারিবে না। সুতরাং সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের পথে আপনি যাহা সম্ভব, সাধন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা বিনা বুদ্ধিপ্রয়োগে নিজে নিজে বুঝিবে, সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধুমাখা গুরুবাদকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া নাও এবং সাধন করিতে করিতে প্রত্যেকে এমন অভ্যুন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ কর, যেন, জগতের যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত 'সাধক' ব্যক্তিকেই নিজের গুরুভাই বলিয়া চিনিতে পার। স্বকীয় সাধনে রুচি, প্রীতি, উৎসাহ, অভিনিবেশ এবং মনঃসন্নিবেশনের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যই না তোমার গুরুভ্রাতা চিনিবার প্রয়োজন? সাধন করিয়া দ্রুত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এমন অবস্থায় পৌঁছ, যেন ভিন্ন গুরুর সাধক-শিষ্যকে দেখিলেও তোমার নিজ সাধনের রুচি বাড়ে, প্রীতি বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে, অভিনিবেশ বাড়ে, মনঃসন্নিবেশের গভীরতা বাড়ে,—পরন্তু ভিন্ন গুরুর শিষ্যের সংসর্গ-হেতু নিজ ইষ্টনিষ্ঠা এক কণাও না কমিতে পারে। গুরু যেমন একটা তত্ত্ব, গুরুভ্রাতাও তেমন একটা তত্ত্ব জানিও, শুধুই রক্তমাংসের একটা চেতনাযুক্ত পিণ্ড বলিয়া তাহাকে মনে করিও না।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

২৮ আশ্বিন, ১৩৪১

স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ে বয়স্ক ছেলে এবং মেয়েদের একত্র অধ্যয়নের ব্যাপার নিয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে! ইহা লইয়া ছাত্র এবং অভিভাবকদের ভিতরে কেহ স্বপক্ষে কেহ বিপক্ষে আলোচনা করিতেছেন। দুই পক্ষের সমর্থনকারী দুইটী বিদ্যালয়-বালক শ্রীশ্রীবাবামণির মতামত জানিতে আসিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বনাম সমাজ-শৃঙ্খলা

ধীর ভাবে উভয়ের বক্তব্য শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহশিক্ষা ভাল কি মন্দ, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাছা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উপরে। রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ

স্বাধীনতা প্রত্যেক যুবক এবং প্রত্যেক যুবতীর উপরে এমন কতকগুলি চরম দাবী ক'রে থাকে, সমগ্র সমাজ-জীবনের কাঠামো বদল যার উপরে নির্ভর কত্তে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্থূলতা বা সূক্ষ্মতার উপরেই সমাজের শৃঙ্খলাগুলি বাধ্য হ'য়ে নির্ভর করে। রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, সমাজ-শাসন হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ক্ষত্রিয়কেই ব্রাহ্মণ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন ছিল ব'লেই অস্ত্রবল-বিরহিত নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্তে সমাজ-শাসন কত্তেন।

নিষ্কাম চুম্বন ও নিরপরাধ আলিঙ্গন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যার্জ্জনের জন্যই হোক্, কিম্বা সামাজিক জীবনেই হোক্, নিঃসম্পর্কিত বয়স্ক যুবক ও যুবতীদের মিশ্রণ কতটা অনুমোদনযোগ্য হবে, কতটা নিষিদ্ধ থাক্‌বে, তার মানদণ্ড রাষ্ট্রিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হ'তে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রিক উন্নতি বা অবনতি তোমাদের যতই হোক্, চুম্বন এবং আলিঙ্গনের যে মাদকতা-শক্তি, তা কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা নৈতিক শাসনের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা যাবে না। সহস্র মেলামেশায় চিত্তের যে ক্ষিপ্ততা আসে না, একটী মাত্র চুম্বনে বা একটীমাত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আলিঙ্গনে অনেক সময়ে তার সহস্রগুণ ক্ষিপ্ততা আসে। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। এই কারণে, রাষ্ট্র বা সমাজের পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা যেই দিকেই ঝুঁকুক, চুম্বন এবং আলিঙ্গনকে নিয়ে কড়া শাসনের ব্যবস্থা রাখ্‌তেই হবে। নিষ্কাম চুম্বন আর নিরপরাধ আলিঙ্গন খুব উচ্চস্তরের যোগীপুরুষের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু এক কোটি সাধারণ যুবক-যুবতীর মধ্যে দুই কি চার জনের মধ্যেও তা' কখনো সম্ভব হ'তে পারে না।

গাত্র-চর্ম্মের প্রকৃতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের গাত্র-চর্ম্মের প্রত্যেকটা রোমকূপে একটা ক'রে ক্ষুধিত রাক্ষস ব'সে আছে। স্থান-বিশেষে আবার এক একটা রাক্ষসের দশটা, বিশটা, পঁচিশটা ক'রে ওষ্ঠ এবং জিহ্বা। তীক্ষ্ণ-ধার দাঁতের সংখ্যা কত, তা' গোণা কঠিন। এই হচ্ছে মানবের গাত্র-চর্ম্মের প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক সত্যকে অস্বীকার ক'রে যাই কত্তে উদ্যত হও না বাছা, বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

চুম্বন ও আলিঙ্গন কখন পবিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—য়ুরোপ-আমেরিকায় চুম্বন ও আলিঙ্গন নিয়ে কত যে গবেষণার চেষ্টা হয়েছে বল্‌বার নয়। কিন্তু এই সমুদ্র-মন্থন ক'রে তাদের ফল উঠেছে হলাহল,

অমৃত তারা পায় নি। বীক্ষণাগারের গবেষণা থেকে যে বিষয়ের যেটুকু জানা গিয়েছে, তাই নিয়ে ছেঁচ্ড়া লেখকেরা কিতাবের পর কিতাব ছেপেছে আর স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করেছে। যে দুর্নীতি তাতে সৃষ্ট হয়েছে, একদিন হয়ত তার কুফল আমাদেরও পেতে হবে। মানুষের নোংরা মন বিশ্বময় আবর্জ্জনা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর ক্লাবে, মজলিসে, সাহিত্যের আসরে প্রেতকে দেবতা, কবন্ধকে পুরুষোত্তম এবং নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় পঙ্কিল প্রবাহকে গঙ্গানীর ব'লে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা কচ্ছে। চুম্বন পবিত্র, মাত্র স্বামীর গণ্ডে স্ত্রীর আর স্ত্রীর গণ্ডে স্বামীর। আলিঙ্গন পবিত্র, মাত্র স্বামীর বক্ষে স্ত্রীর আর স্ত্রীর বক্ষে স্বামীর। সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন কর, তাতে ক্ষতি কি, যদি এই কথাদুটী প্রত্যেক যুবক-যুবতীর মনে থাকে।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীর আর স্বামীর সম্বন্ধটা হচ্ছে সম্যক্ দানের আর সম্যক্ গ্রহণের। দানের ভিতরেও ফাঁকি থাক্‌বে না, গ্রহণের ভিতরেও ফাঁকি থাক্‌বে না। সবখানি দিয়ে যদি ঠকে থাকি ত' ঠকেছি,—এই হবে স্ত্রীর মনোভঙ্গী। সবখানি নিয়ে যদি ঠকে থাকি ত' ঠকেছি,—এই হবে স্বামীর মনোভঙ্গী। দেওয়াটা আর নেওয়াটা পূরা হওয়া চাই,—এর মাঝে কোনো অপূর্ণতা না থাকে, কোনো খাঁজ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না থাকে, ভাঁজ না থাকে, পোঁচ না থাকে, ফাঁক না থাকে। সম্যক্ দিয়ে এবং সম্যক্ নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের আপনার। অথবা আরো শুদ্ধ ক'রে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে, সম্যক্ দিয়ে আর সম্যক্ নিয়ে তারা দুজনে অভিন্ন। স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধের এইটী হ'ল আসল কথা। অন্ততঃ ভবিষ্যত জীবনে নিজ নিজ স্ত্রীর বা নিজ নিজ স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ একনিষ্ঠার মহিমাকে অন্তরে উপলব্ধি কত্তে সমর্থ হওয়ার জন্যও বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুবকের এবং প্রত্যেক যুবতীর চুম্বন এবং আলিঙ্গন আদান-প্রদান সম্পর্কে অতীব কঠোর, অতীব দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

জাতিসৃষ্টির মর্ম্ম-কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা শক্তিশালী জাতি সৃষ্টির, জান্‌বে, এটা হচ্ছে গোড়ার কথা। যেই সব জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল পাঠিয়ে সৈনিকদের মনোরঞ্জন করার জন্য আবার দলে দলে গণিকা পাঠানো আবশ্যক জ্ঞান করে, তেমন জাতিসৃষ্টির কথা আমি বল্‌ছি না। রণক্ষেত্রে বিজিত জনপদের বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা-নির্ব্বিশেষে নারীদের ধর্ষণ ক'রে যে সব জাতির সেনাদল বিজয়োৎসবের তাণ্ডব নাচে, আমি তেমন জাতিসৃষ্টির কথা বল্‌ছি না। যে জাতি বল-বীর্য্যে অসুর কিন্তু চরিত্রে ঋষি, আমি তেমন জাতি-

সৃষ্টির কথা বল্‌ছি। তোমার মাতা তোমার পিতার প্রতি যেরূপ, তোমার জীবনে তার প্রতিফলন হবেই। তোমার পিতা তোমার মাতার প্রতি যেরূপ, তোমার জীবনে তার প্রতিচ্ছবি ফুটবেই। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান আর দার্শনিকের দর্শন, কবিশ্রেষ্ঠের কাব্য আর রাষ্ট্রনেতার কূটনীতি তার অন্যথা কত্তে পার্ব্বে না। যে মাতা বিবাহের পূর্ব্বেই নিজেকে অন্যপূর্ব্বা ক'রে এসেছে, বীর্য্যবান্ স্বামীর ঔরস সত্ত্বেও সেই মাতার গর্ভে যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তিনি দ্বিমনা ভাব নিয়েই জন্মাবেন। যে পিতা বিবাহের পূর্ব্বেই নিজেকে এক পেয়ালা বাসনার মদিরার কাছে বিক্রী ক'রে এসেছে, মহাসাধ্বী পত্নীর গর্ভ-সত্ত্বেও সেই পিতার ঔরসে যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা নিয়েই জন্মাবেন। বিবাহের পরে স্বামী ও পত্নী নিজেদের মধ্যে কি করেছে, তার উপরে জাতি-সৃষ্টি যতটা নির্ভর করে, বিবাহের আগে অনূঢ় যুবক অনূঢ়া যুবতী কার-সাথে বা কার প্রতি কি করেছে, তার উপরে জাতি-সৃষ্টি তার চাইতে একটুকুও কম নির্ভর করে না।

মহাজাতি সৃষ্টির লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লক্ষ্য রাখ মহাজাতিসৃষ্টির। বলদুর্দ্ধর্ব, বীর্য্য-বরীয়ান দেবত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষে অপরূপ সুন্দর এক মহাজাতির অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাবকে ধ্যানের নয়নে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দর্শন ক'রে তারপরে তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য নির্ণয় কর, তাহ'লেই দেখবে, যাত্রাপথে দুচারবার হোঁচট খেলেও অধঃপতন হবে না।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

পতি-ভাবে ভগবৎ-সাধনা

জনৈকা ভক্তিমতী চিরকুমারী সাধিকাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে পতি ভাবিয়া সাধন করার পন্থা অতীব মধুর। জীব-মাত্রেরই একমাত্র নিত্য, সত্য, শাশ্বত পতি শ্রীভগবান্—এই প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতে যে উপাসনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই কারণেই কবি-ভাবের ভাবুকেরা বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, মধুর রসের সাধক বৈষ্ণব মহাজনেরা অধিকাংশেই বনিতার মত কোমল-মনা এবং কবিতার ভাষায় প্রাণের কথা বলেন, শুনেন, বোঝেন। কিন্তু পুরুষোচিত দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পরে নিজেকে শ্রীভগবানের কান্তা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইলেও প্রচুর কল্পনা-শক্তির এবং auto-suggestion বা আত্ম-সম্মোহনের প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে জগতের অপর সকল নর-নারীকেও একমাত্র প্রকৃতি বলিয়া ভাবিবার নিরন্তর অভ্যাস আবশ্যক।

জন্মজাত সংস্কারসমূহের সহিত এই অভ্যাসের আপাত-বিরোধ এত বেশী যে, সকল ব্যক্তি ইহা করিতে সমর্থ হইয়া উঠেন না। একটী রমণী সহজেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বলিয়া ভাবিতে পারেন। এই ভাবনা তাহার পক্ষে আরও সহজ হয়, যদি তিনি চিরকুমারী বা বিধবা হইয়া থাকেন। কিন্তু নিজ পিতা, ভ্রাতা বা প্রতিবেশী শত শত পুরুষগণকেও প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞান করিবার অভ্যাস তাহার পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইয়া উঠে না। এই কারণেই তোমার পক্ষে ভগবানকে পতি বলিয়া ভজনা করিবার কালে জগতের সকল মানুষের ভিতরে ভগবানের পুত্র বা কন্যাদিগকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই তুমি জগতের মানুষের ভিতরে ভগবানই আছেন বলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও না, দেখিও যেন তোমার পতি মহেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর, আর জগতের যত নরনারী তোমার পুত্ররূপী গণেশ কার্ত্তিকেয় বা কন্যারূপিণী লক্ষ্মী-সরস্বতী। তোমার মনের যাহা গঠন, তাহাতে এভাবে ভগবানকে ভজিলেই তোমার ভজন-পথ নিরাপদ এবং সাধনে সিদ্ধি দ্রুত অধিগম্য হইবে।"

দম্পতীর আত্মিক মিলন

জনৈক বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং পত্নীর যত কিছু কাজ,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকলই উভয়ের আত্মিক মিলনের দিকে তাকাইয়া পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে যত জোড়া দম্পতী আছেন বা হইবেন, প্রত্যেকেরই সমস্যা-সমূহ বিশিষ্ট এবং অভিনব। হয়ত এক দম্পতীর সমস্যার সহিত অপর দম্পতীর সমস্যার কোনও সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকেরই এক। তাহা হইতেছে,—উভয়ের আত্মিক মিলনের লক্ষ্যে প্রত্যেকটী বাক্য, কার্য্য, আচার, ব্যবহার, ভাব-বিনিময় এবং সর্ব্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। 'আত্মায় আত্মায় মিলিতে হইবে',—এই সঙ্কল্পে সমারূঢ় হইয়া ইহারা জীবনের গতিপথে কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর হউক, কখনো গম্ভীর, কখনো চটুল হউক, কখনো সন্নিবদ্ধ, কখনো বিচ্ছিন্ন হউক, কখনো ভোগমুখ, কখনো ত্যাগমুখ হউক,—এই সকল বৈচিত্র্যে চরমে ইহাদের ক্ষতি কিছুই করিবে না, যদি 'আত্মায় আত্মায় মিলনের' পরম লক্ষ্যকে ভুল না হইয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে প্রেমকে ঘন, গভীর ও নিবিড় করিবার জন্য কল্পনা শক্তির আশ্রয় নাও। ভাবিতে শিখ,—তোমাদের এই দাম্পত্য লীলা শুধু একটী জন্ম জুড়িয়াই নয়, জন্মে জন্মে তোমরা স্বামী এবং স্ত্রী হইয়া আসিয়াছিলে এবং একমাত্র আত্মায় আত্মায় মিলন-সাধনের প্রেরণায়ই শরীর ও মন দিয়া একে অন্যের সঙ্গ-সাহচর্য্য করিয়াছিলে। কৃষাণ এবং কৃষাণী হইয়া কোনও এক জন্মে তোমরা মাঠে মাঠে

হাল চষিতে বীজ বুনিতে ধান নিড়াইতে গিয়াছ, শুধু রক্ত-মাংসের দাবী মিটাইতে নহে, আত্মার প্রতি আত্মার অভিসারে। পশুপালক ও পশুপালিকা হইয়া কোনও এক জন্মে তোমরা বনে বনে পাচন হাতে বা বংশী বাজাইতে বাজাইতে বিচরণ করিয়াছ কেবল রক্তমাংসের দাবী মিটাইতে নহে, পরন্তু আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইতে। ছোট ঘরে, বড় ঘরে, ধনীর ঘরে, দরিদ্রের ঘরে, শূদ্রের ঘরে, ব্রাহ্মণের ঘরে, দাসের ঘরে আর রাজার ঘরে পুরুষ এবং নারীর দেহ নিয়া বারংবার তোমরা আসিয়াছ, শুধু আত্মার সাথে আত্মাকে মিলাইতে। এই কল্পনার আশ্রয় লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রেমকে এত গভীর কর, যেন, সেই প্রেমই তোমাদের সংসার-সমুদ্র উত্তরণের নৌকা হইতে পারে। নরনারীর সাধারণ প্রেম, স্বামী ও স্ত্রীর জান্তব ভালবাসা একটু রূপান্তর পাইলেই, একটু পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনের মত দীপ্তবর্ণ হয়, বিমল ভগবৎ-প্রেমের রূপ ধরে। তোমরা একে অপরের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত বলিয়া আত্মগ্লানিতে মরিয়া যাইও না। তোমাদের পরস্পরের আসক্তি যখন আত্মার সহিত আত্মার মিলনের নিত্য লক্ষ্যকে প্রধান করিয়া চলিবে, তখন আস্তে আস্তে সে তার গায়ের বন্য গন্ধ পরিত্যাগ করিবে এবং ভাগবত প্রেমের অরুণ কিরণ-সম্পাতে দিব্য সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাৎসল্য ভাব ও দাম্পত্য সংযম

অপর এক বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী-পত্নীর পরস্পরের মধ্য হইতে কামকে কমাইতে হইলে প্রাণপণ যত্নে সন্তানের প্রতি তোমরা উভয়ে নিজেদের প্রাণের স্নেহকে বাড়াইতে থাক। বাৎসল্য-ভাব এক অতি আশ্চর্য্য ভাব। বৈষ্ণব সাধক ও সাধিকারা শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-ভাব অর্পণ করিয়া কামজগতের অতীতে স্থিতি লাভ করিতেছেন। তোমরা নিজ সন্তানের ভিতরে ভগবানের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া সন্তান-সেবার মধ্য দিয়া ভগবৎ-সেবার অনুশীলন কর। ইহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য সুনিশ্চিত-রূপে প্রশমিত হইবে। একত্র সাধন কর, অবিরাম ঈশ্বর-স্মরণ কর এবং সন্তান-রূপী জগদীশ্বরের বা জগদীশ্বরীর দিকে তাকাইয়া অন্তরের অস্বস্থ চপলতাকে নিবারিত কর।"

সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অহঙ্কারের বিনাশ ব্যতীত সাধন-জীবনে উন্নতি লাভের আশা দুরাশা। সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য, এই তিনটীর অনুগত করিয়া নিজেকে চালাইতে শিখ। এই তিনটীর ভিতরে যদি আপাতবিরোধ কিছু দেখিতে পাও, তবে সেই

বিরোধের উপরে লক্ষ্যকে তীব্র না করিয়া এই তিন বাক্যে সামঞ্জস্য বা মিল কোথায় আছে, যত্ন করিয়া তাহা খোঁজ। সাধনে উন্নতি করিতে হইলে নিজের বিচারশক্তি অপেক্ষা আদেশ পালনের শক্তিকে বেশী উদ্যত এবং অনুশীলিত করিতে হয়।"

নিয়মিত সচ্চিন্তার অনুশীলন

নোয়াখালী জেলান্তর্গত দালাল বাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি গ্রন্থাদি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থাদি রচনার উদ্দেশ্য বহু হইতে পারে। মান, যশ, প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবার জন্য নিজের বিদ্যাবত্তা সকলকে প্রদর্শন করাই কাহারও কাহারও গ্রন্থাদি রচনার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ নিজের অপেক্ষা অল্পবিদ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ব্যক্তিদের জ্ঞানবর্দ্ধনের লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ নিজের চিত্ত এবং চিন্তাশক্তিকে সদ্‌বিষয়ে নিয়োজিত রাখিবার উপায়-স্বরূপে গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যে হাত দেন। তোমার পক্ষে শেষোক্ত উদ্দেশ্যই গ্রহণীয় হইবে। প্রত্যহই কিছু-না-কিছু সময় সদ্‌বিষয়ে চিন্তাকে পরিচালনা করিবে। এই অভ্যাস অতীব হিতকর, নিজের পক্ষে যেমন, জগতের পক্ষে তেমন। নিজের চিন্তাগুলিকে নিজে সঠিক্ ধরিবার বুঝিবার জন্য পুনরায়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহাদিগকে কালি-কলমে আটক করিয়া ফেলিবার চেষ্টা এই জন্য প্রশংসনীয়। সকলেই সকল সময়ে ইচ্ছা করিলেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সফলকাম হয় না। কিন্তু সৎ চিন্তা চালাইতে থাকিলে তাহাতে বাধা তত আসে না এবং চেষ্টাপূর্ব্বক নিয়মিত সৎচিন্তার অনুশীলন চালাইতে চালাইতে সৎকর্ম্মের অনুশীলনের পথ সুগমতর হইয়া যায়।"

আধ্যাত্মিক উন্নতি বনাম বৈষয়িক উন্নতি

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত পাঁশকুড়া নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে তোমার বৈষয়িক উন্নতিরও প্রার্থনা আমি নিরন্তর করিতেছি। বৈষয়িক দুশ্চিন্তা স্কন্ধে বহিয়া মানুষ নিশ্চিন্তচিত্তে ঈশ্বর-সাধন করিতে পারে না। সমগ্র দেশের যেই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিলে ব্যাপক ভাবে সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য কমিবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সেই সকল পরিবর্ত্তন এই জন্যই আমি অন্তরে অন্তরে নিবিড় সহানুভূতির এবং গভীর সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। একাকী তুমিই যে দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে ক্লিষ্ট হইয়া হা-অন্ন জো-অন্ন করিতে করিতে ভগবানের সেবার ও অনুধ্যানের পবিত্র কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছ, তাহা নহে। তোমার ন্যায় বিপন্ন অবস্থা আরও শত শত সহস্র সহস্র

জনের হইয়াছে এবং হইতেছে। এই কারণেই একটী বা দুইটী ব্যক্তি কি পরিবারের দারিদ্র্য দূর হইয়া গেলেই আমি চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। কি করিলে বা কি হইলে শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তি কি পরিবারের দারিদ্র্য-দুঃখ চিরতরে নিবারিত হয়, ইহা আমার একান্ত কাম্য।

মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার-চেষ্টা

"তোমার পত্রের শেষ সংবাদটীতে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হইলাম। এত অল্প বয়সে এই দুইটী বালক মদ খাইতে শিখিয়াছে এবং গুরুজনদের সমক্ষে পর্য্যন্ত বর্ব্বরোচিত আচরণ করিয়া যাইতে পারিয়াছে শুনিয়া অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিয়াছি। তোমার কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহাদিগকে এই মারাত্মক বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। শুনিয়াছি, মিশ্রির সরবৎ বেশী পরিমাণে এবং বারংবার খাওয়াইলে মদ্যপানের আসক্তি অনেকটা কমিয়া যায়। আরও কি কি সদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা কর এবং স্নেহ, উপদেশ, বারণ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যবহার যথাকালে যথোযুপক্ত ভাবে কর। সর্ব্বশেষ উপায়-স্বরূপে ইহাদের উপরে অবিরাম নিজের শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে মনে মনে প্রয়োগ করিতে থাক এবং ইহাদের চরিত্রের সংশোধনের জন্য সঙ্কল্প-পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের পরম পবিত্র নাম জপ কর।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্য-মিথ্যা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করা

"সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে পড়িয়াছ ত'? কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ মহাজ্ঞানীরা পর্য্যন্ত এই দ্বন্দ্বের, এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বই ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব। একদিকে ধর্ম্ম রাখিলে অপর দিকে অধর্ম্ম হয়, একদিকে সত্যকে পূজিলে অপর দিকে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। জগতের প্রত্যেকটী সত্য-মিথ্যার, ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বের ইহাই স্বভাব। তুমি তখন করিবে কি? ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে একদিক রাখিয়া অন্যদিক্ ফেলিবে? ইহাতে এই বিপদের সম্ভাবনা সুপ্রচুর আছে যে, যতটুকু ধর্ম্ম করিবে, হয়ত তার দ্বিগুণ অধর্ম্ম করা হইয়া যাইবে, যতটুকু সত্যপরায়ণ হইবে, হয়ত তার চতুর্গুণ মিথ্যার প্রশ্রয়-প্রদাতা হইবে। সুতরাং বিচারের বন্দুক নিজের ঘাড়ে না রাখিয়া নামের উপরে দাও। পরমকৃপাল পরমপ্রভুই জগতে একমাত্র সত্য, তাঁর মধুময় পরমপবিত্র নামই চরম সত্য, তাঁর মহিমাই প্রকৃত সত্য। সেই সত্যকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও। তোমার মতন কঠোর দ্বন্দ্বে হাজার হাজার লোক পড়িয়াছেন, সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত বা বুদ্ধিমত একটা করিয়া উপায় বাহির করিয়াও লইয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনুতাপ-বর্জ্জিত সত্যরক্ষা, পরিপূর্ণ-আত্মপ্রসাদ যুক্ত ধর্ম্মরক্ষা

কয়জনের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? এক সত্যকে রাখিতে যাইয়া অপর সত্যকে আহত করা হইয়াছে, এক ধর্ম্মকে পালন করিতে যাইয়া অপর ধর্ম্মকে ভূতলশায়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের ভিতরে মাথা গলাইতে না যাইয়া নামরূপ পরম সত্যকে আশ্রয় করিয়া অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব কর।"

সংসারকে সুখময় করিবার উপায়

ঢাকা জেলান্তর্গত বারদী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারী হইয়াছ, বেশ করিয়াছ। লক্ষ্য রাখিও, যেন মত্ততা না আসে। কর্ত্তব্য করিবে অনাসক্ত চিত্তে এবং সকলের সন্তোষ, তৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ ও সুখের দিকে তাকাইয়া। নিজেকে একেবারে অপ্রধান করিয়া তোমার সেব্যদিগকে প্রধান কর। ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণা গুটাইয়া আনিয়া অপরাপর সকলের সুখকে, শান্তিকে, উল্লাস-মুখরিত কলহাস্যকে লক্ষ্য কর। ভালবাসিবে, শাসন করিবে, উঠাইবে, বসাইবে, চালাইবে, নিজেকে কর্ত্তা জানিয়া নহে, পরন্তু ভগবানকে কর্ত্তার আসনে বসাইয়া। তাঁর দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত পরমপদে নিত্যকালের জন্য আস্থা রাখিয়া এই অস্থায়ী জগতের স্নেহ ভালবাসার বস্তুগুলিকে যথাযোগ্য সেবা প্রদান কর। ইহারা যে উপলক্ষ্য, পরন্তু তিনিই যে একান্ত ভাবে তোমার পরমলক্ষ্য, এই কথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্মরণ রাখিয়া চল। ইহাতেই সংসার হইবে সুখের আগার, গৃহ হইবে পরমা শান্তির নিত্য-নিকেতন।"

সাংসারিক অশান্তি বিদূরণের উপায়

দিনাজপুর জেলান্তর্গত নূতন বাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারের সহস্র অশান্তি চতুর্দ্দিক হইতে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আসিয়া তোমাকে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ এবং জর্জ্জরিত করিতে চাহিতেছে জানিয়া ব্যথিত হইলাম। কিন্তু এই অবস্থাতে বাঁচিবার পথ উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থা। অবিরাম মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নাম জপিতে থাক এবং অন্তরে এই বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাও যে, এ দুঃখের দিন দীর্ঘকাল থাকিবে না। ক্ষমা, উপেক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং তোমার অপেক্ষা অধিক দুঃখী জগতে কে কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধান,—এই সকল বর্ম্মকে পরিধান কর। যাহারা তোমাকে দুঃখ দিতেছে, হয়ত তাহাদের মনে তোমার দুঃখের চেয়েও বৃহত্তর দুঃখনিচয় লুকাইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দুঃখের কারণ এবং পরিমাণ অন্বেষণ করিয়া বাহির কর। ইহা দ্বারা নিজের দুঃখের কারণ এবং পরিমাণ সহজে হ্রাস পাইবে। গুরুজনকে ভক্তি দ্বারা ও অনুজনকে স্নেহ দ্বারা বশীভূত করিবার সঙ্কল্পই তোমার পক্ষে

সর্ব্বোত্তম জানিও। গুরুজনদের ভুল-ত্রুটী ধরিয়া দেখাইবার প্রবৃত্তি কেবলই যে অসুন্দর, তাহা নহে, পরন্তু নিদারুণ ভাবে অহং মত্ততার জনক। পুত্র পিতার ভুল ধরিবে, কন্যা মাতার দোষ উদ্‌ঘাটন করিবে,—এসব এই ডিমোক্রেসির যুগের কথা কিন্তু ইহারা শান্তির কথা নহে, সন্তোষের কথা নহে, স্নেহ প্রেম ভালবাসার জগতের কথা নহে। স্নেহ প্রেম-ভালবাসাই অশান্তি দূর করে, ডিমোক্রেসি নহে, ভোটের অধিকার নহে। পিতার সহিত পুত্রের সমত্ব বা মাতার সহিত কন্যার সমত্ব নহে, মমত্বই দুঃখ বিদূরণ করিয়া থাকে।"

নামের আশ্রয়

ঢাকা জেলান্তর্গত ধামরাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মঙ্গলময় নামে নিজের মনকে নিমগ্ন কর। এমন ভাবে মনকে নামে ডুবাও, যেন সে আর উপরে ভাসিয়া বেড়াইবার সাহস পর্য্যন্ত না করিতে পারে। নামই জীবনের সকল কুশল সম্পাদন করিবেন। সংসারের অশান্তি তাহার কি করিতে সমর্থ হইবে, নামে যাহার মন মজিয়াছে? প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত নাম-রস-রসিকের নিকটে মলয়-পবনের মৃদু হিল্লোল মাত্র, খাণ্ডব-দহনের নিদারুণ জ্বালা-মালা হরি-চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ মাত্র। নামে মজ, নামে ডোবে, নাম-রসের রসিক হও, নাম-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমুদ্রের অতল তলে যাইয়া আনন্দের খনি লাভ কর। নামই জীবের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, নামই নিরাপদ ভরসা, নামই পরম অবলম্বন। নামকে জীবনের সার কর।"

পুরাতনের প্রতিধ্বনি

কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একই কথা বহুবার বলিতেছি বলিয়া মনে খেদ অনুভব করিতেছ? যাহা বলিতেছি, তাহা যেন আগেও আরো বহুবার শুনিয়াছ! এসব নিতান্তই শুনা কথা, পুরাতন কথা, নূতন কিছু নহে। কেমন, এই ত' তোমার মনের দৃষ্টিকোণ? কিন্তু বাবা, ভাল কথাই ত' বহুবার বলিব, কুকথা বারংবার বলিয়া আমার লাভ কি? ভাল কথাই ত' বহুবার শুনিবে, কুকথা বারংবার শুনিয়া তোমার লাভ কি? সোণা পুরাতন বলিয়া কি তার সোণাত্ব কমে? পুরাতন রেশম পুরাতন পশম পোকে কাটে, স্যাতসেঁতি লাগিলে নষ্ট হয়, কিন্তু হীরা ও মণি কি শত শতাব্দী পরেও যেমনটী ছিল, তেমনটী থাকে না? আর, আমি তোমাকে নূতন কথা কি শুনাইব বাবা? অতীতের গুরু অতীতের শিষ্যকে যে কথা শুনাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানের গুরু বর্ত্তমানের শিষ্যকে তার অতিরিক্ত নূতন বাণী কি দিতে পারেন? জগতে কোন্ গুরু নূতন জ্ঞানের স্রষ্টা?

এক অদ্বিতীয় শাশ্বত জ্ঞানের মূলধন লইয়া জগতের সকল যুগের সকল জ্ঞানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারবার চলিতেছে, যা কিছু বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন আর উদ্বর্ত্তন, সবই চলিতেছে রেজগী লইয়া। টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি, এক-আনি, পাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র। পূর্ব্বজন্মারা যাহা পাইয়া গিয়াছেন, আমাদের প্রাপ্য তাহাই। তবে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে প্রাপ্তির রসে তারতম্য অনুভূত হয়। শ্রীশঙ্করের প্রাপ্তি আর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাপ্তি যে এক, একথা বলিলে তত্তদ্‌-ভক্তেরা হয়ত লাঠি নিয়া মারিতে আসিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রাপ্তি এক ব্যতীত দুই নহে। বচনের পরিপাট্যে, ভাষার বিন্যাসে পার্থক্য দেখিয়া প্রাপ্তিতে পার্থক্য অনুমিত হইতেছে মাত্র। চিরপুরাতনী পরম বাণী আমি যদি বারংবার কহিতে পারিয়া থাকি, তবে ত' আমি নিজেকে ভাগ্যবান্‌ বলিয়া জ্ঞান করিব, তুমিও যদি সেই পুরাতনী বাণীই শুনিয়া থাক, তবে বিরক্ত না হইয়া আত্মগৌরববোধযুক্ত হও যে, চিরপুরাতন তোমার নিকটে বিংশ শতাব্দীর ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমার শ্রবণকে সার্থক করিয়াছে। চিরপুরাতন বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হউন এবং আমাদের এই নবীন জড়দেহের ভিতরে যে প্রাচীন নিত্য দেহ আছে তাহার ভিতরে জাগ্রত হউন।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সিরাজগঞ্জ
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১

শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাহ্য পার্থক্য

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের পার্থক্যের কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাক্তের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর বৈষ্ণবের গলায় তুলসীর মালা, শাক্তের ললাটে সিন্দূরের রেখা আর বৈষ্ণবের ললাটে-গাত্রে গোপীমৃত্তিকার তিলক, শাক্তের পূজার ফুল রক্তবর্ণ আর বৈষ্ণবের ফুল শাদা, শাক্ত ইষ্টের নিকটে পশুবলি দেয় আর বৈষ্ণব বলিদানের নাম শুনলেও কানে আঙ্গুল দেয়,—এই কি শাক্ত আর বৈষ্ণবের পার্থক্য? এ পার্থক্য নিতান্তই বাহ্য। ভিতরের পার্থক্য হচ্ছে মনোভঙ্গীর।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্যের প্রধান ধারাটী হচ্ছে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠায় আর আনুগত্যে। মহাশক্তির উপাসক শাক্ত সাধক নিজের ভিতরে শক্তিকে জাগরিত করেন, বলবীর্য্যপ্রবুদ্ধ এবং স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ হন। বৈষ্ণবের লাভ-লিপ্সা নেই, তিনি নিজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমগ্র শক্তি ইষ্টের

সেবায় অর্পণ করেন এবং তাও নিজের প্রীতি-ইচ্ছায় নয়, ইষ্টের প্রীতি ইচ্ছায়। এজন্য শাক্তের প্রার্থনা হচ্ছে,—রূপং দেহি, ধনং দেহি, বরং দেহি, জনং দেহি, দ্বিষো জহি ইত্যাদি। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রার্থনা হচ্ছে,—আর কিছুই চাই না, আমাকে কেবল তোমার দাস কর, আমার আত্মসেবাবুদ্ধির নাশ কর। শাক্ত হচ্ছেন সাধন জগতের যুবক, নিত্য নবশক্তির স্ফুরণ তার প্রয়োজন। বৈষ্ণব হচ্ছেন সাধন জগতের প্রৌঢ়, তিনি বল, বীর্য্য, শক্তি, সুখ, তৃপ্তি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করেছেন এবং নিঃশেষে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি কচ্ছেন।

শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য এর দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে যায় না যে, শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অর্থ না বুঝে প্রথার অনুবর্ত্তনে মাত্র যারা সাধন করে, তারা বালক। শক্তি লাভের জন্য যারা সাধন করে, তারা যুবক। সকল শক্তিকে একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিয়োগের জন্য যারা সাধন করে, তারা প্রৌঢ়। একটী অবস্থার পরে আর একটী অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ। বালকই যুবক হয়, যুবকই প্রৌঢ় হয়। যে বালক ছিল না, সে যুবক হয় না, যে যুবক ছিল না, সে প্রৌঢ় হয় না। এজন্যই আমাদের পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যে, "আগে শাক্ত হও, পরে বৈষ্ণব হ'য়ো" সুতরাং শাক্ত-বৈষ্ণবে শ্রেষ্ঠত্ব আর নিকৃষ্টত্ব নিয়ে কোনো বিচার আনা উচিত নয়।

প্রকৃত শাক্ত এবং প্রকৃত বৈষ্ণব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কালী বা দুর্গার পূজা কর্লেই শাক্ত হয়, আর কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর পূজা কর্লেই বৈষ্ণব হয়, একথাও সত্য নয়। বিষ্ণুর পূজা করে অথচ নানা রকমের প্রার্থনা পূরণের জন্য ইষ্টকে দাবী জানায়, সে শাক্ত। দুর্গাপূজা করে অথচ অব্যভিচারিণী ভক্তির এবং নিজেকে তাঁর চরণে অর্পণ ক'রে দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনার লেশমাত্র নাই, সে বৈষ্ণব। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মনোভঙ্গীর মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য এই যে, শাক্তের গুরুনিষ্ঠা বিচার-পরায়ণ আর বৈষ্ণবের গুরু নিষ্ঠা নির্ব্বিচার। শাক্ত গুরুকে উপদেশদাতা জ্ঞান করেন, বৈষ্ণব গুরুতে আর গৌরাঙ্গে অভেদ মনন করেন। শাক্তের ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি প্রবল, বৈষ্ণবের আদেশ-পালনী বৃত্তি প্রবল। শাক্ত তুল্যকক্ষ অপর সাধকের সম্পর্কে অসহিষ্ণু, বৈষ্ণব নিম্নতর স্তরের সাধকদের পক্ষে পর্য্যন্ত মানদ, সসম্মান, সসম্ভ্রম। শাক্ত দার্শনিক, কর্ম্মী ও যোদ্ধা; বৈষ্ণব কবি, প্রেমিক ও সহানুভূতিশীল মরমের মরমী। বিষ্ণুর পূজকই বৈষ্ণব নন, শক্তির পূজকই শাক্ত নন পরন্তু যথাযোগ্য এই সকল লক্ষণ যার ভিতরে যেমন ভাবে

আছে, তদনুসারে তিনি শাক্ত বা বৈষ্ণব, জানবে। পঙ্কে যা জন্মে, তাই পঙ্কজ নয়, পঙ্কজ বলতে একমাত্র কমলকেই বুঝায়। বিষ্ণুকে যিনি ভজনা করেন, তিনিই বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণব বলতে বুঝতে হবে তেমন সাধককে, যাঁর জীবনে এবং অনুশীলনে বৈষ্ণবের এই সব লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

মনের প্রসন্নতা সম্পাদনে নামের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"তোমার মন অত্যন্ত খারাপ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। জগতে ভালমন্দ যে ঘটনাই ঘটুক, নামের সেবার মধ্য দিয়া অন্তরের প্রসন্নতা অর্জ্জন কর। নামের মত চিত্তের প্রসন্নতা-সম্পাদক বস্তু এই জগতে আর কিছুই নাই। মানুষ তাহা বোঝে না, এই জন্যই কেহ কেহ বিমর্ষ মনকে সহর্ষ করিবার জন্য পরনিন্দায় মন দেয়, কেহ নেশার চর্চ্চা করে। নামের নেশাই ত্রিজগতে সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ, প্রীতিদায়ক ও সুখসঞ্চারক নেশা। মন যত খারাপ হইবে, নামে তত বেশী নিবিষ্ট হইবে। মন যত চঞ্চল হইবে, নামে তত বেশী জোরে লগ্ন হইবে। মনকে শাসন করিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ নামের সহিত যুক্ত করিবে। নামই মনোব্যাধির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, নামই মনের বিকলতা-নাশে অদ্বিতীয় শক্তিধর পরম বস্তু। মন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আপন স্বভাবেই কখনও ভীত, কখনও ত্রস্ত, কখনও হতাশ, কখনও দুর্ব্বল, কখনও অহঙ্কৃত, কখনও দর্পিত, কখনও হিতাহিত-বিবেচনা-বর্জ্জিত, কখনও পারম্পর্য্য-বোধ-রহিত হইবে। কিন্তু নামের অপার্থিব সঙ্গ দ্বারা মনকে নিজ প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে নিয়া যাও। এই কার্য্যে সফল হইলে দেখিবে, চির-প্রসন্নতা তখন তোমার স্বভাব-সম্পদ, ইহা আর কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে না।"

গুরু-শিষ্যের অভেদ-সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"তোমরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। তোমাদের দেহের বা মনের পীড়া আমাকে পীড়াগ্রস্ত করে। তোমাদের বিকলতা, বিহ্বলতা আমাকেও বিকল, বিহ্বল করে। যদিও তোমরা আমা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছ, তবু অন্তরের যোগে এমনই এক হইয়া রহিয়াছি যে, দীক্ষা-দানের পরমুহূর্ত্ত হইতে তোমাদিগকে আর ভিন্ন সত্তা বলিয়া জ্ঞান করিতে পরিতেছি না। তোমাদিগকে যখন উপদেশ প্রদান করি, তিরস্কার করি, শাসন করি, আদর করি বা আদেশ দেই, তখন মনে মনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যেন আমি আমাকেই উপদেশ তিরস্কার প্রভৃতি করিয়া যাইতেছি। আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিরক্তি, বিদ্বেষ, ভয়, সব-